চণ্ডী।

অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত

দেবীমাহাত্ম্য।

স্বর্গীয় পণ্ডিত ৺রামপতি ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাপদ্যে

অনূদিত

কলিকাতা,

৩৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রোমেসিন-যন্ত্রে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রকাশকের নিবেদন।



স্বর্গীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺শ্যামপতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৭৯৩ শকে এই চণ্ডীর পদ্যানুবাদ প্রচার করেন। এই অনুবাদ মূলের অনুগত প্রাঞ্জল ও সকলেরই মনোরম। এই গ্রন্থের বহুল প্রচারে স্বর্গীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহাশয়ের কীর্ত্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে; তাহারই জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বংশধরগণের সম্মতি লইয়া আমাদিগকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বলেন। তদনুসারে আমরা ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিল একণে ইহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ পরিতৃপ্ত হইলেই আমাদিগের সাফল্য। ইতি

১৩১৫ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ।
বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।



প্রকাশক

মুখবন্ধ।



জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য মহাতপোধন,
জিজ্ঞাসেন মার্কণ্ডেয়ে করিয়া যতন ;
ভারতীয় বিবরণ আর মন্বন্তর,
শুনিতে বাসনা বড় কহ মুনিবর ! ।
শুনি মুনি, নানাকার্য্যে আকুলহৃদয়,
কহিলেন, সে কথার এ নহে সময় ;
এখনি শুনিতে যদি ব্যস্ত হয় মন,
তবে বিন্ধ্য মহীধরে করহ গমন ;
চারিজন শিষ্য মোর সেই স্থানে আছে,
শুনিবে সকল কথা তাহাদের কাছে ;
পক্ষিজাতি বটে কিন্তু সর্ব্বগুণান্বিত,
মধুরবচন তারা পরম পণ্ডিত ।
শুনিয়া জৈমিনি বিন্ধ্যে করিয়া গমন,
কহিলেন খগগণে সর্ব্ব বিবরণ ।
শিরে ধরি মুনিবাক্য বিহঙ্গমগণ,
আরম্ভিল সেই কথা করিতে বর্ণন ;—

যেই কথা মার্কণ্ডেয় মুনির বদনে,
শুনিয়াছিলেন পূর্ব্বে ভাগুরি যতনে।
অতএব এই গ্রন্থ সকল কথার,
মার্কণ্ডেয় বক্তা, শ্রোতা ভাগুরি তাহার।

চণ্ডী।



অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য।

সাবর্ণি সূর্য্যের সুত বিদিত ভুবনে,
যাঁহারে অষ্টম মনু কহে সর্ব্বজনে।
তাঁহার উৎপত্তি আমি কহি বিবরিয়া,
পবিত্র বৃত্তান্ত সেই শুন মন দিয়া।
মন্বন্তর-অধিপতি যেইরূপে হন,
মহামায়াবলে সেই সূর্য্যের নন্দন॥

পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ মনু-অধিকারে,
সুরথ নামেতে রাজা ছিলেন সংসারে।
চৈত্র নরপতি-বংশে তাঁহার জনন,
প্রজাগণে পুত্রসম করেন পালন।
কিরাত নৃপতি যারা কোল হত্যা করে,
তারা তাঁর শত্রু হৈল কিছুদিন পরে।

বাধিল তুমুল যুদ্ধ তাহাদের সনে,
তীক্ষ্ণদণ্ডধারী রাজা যোঝেন যতনে।
যদিও শত্রুর দল ন্যূনবল ছিল,
দৈবদোষে নরপালে তাহারা জিনিল।
নির্জ্জিত হইয়া রাজা আসিয়া ভবন,
কেবল আপন দেশ করেন শাসন।
প্রবল শত্রুর দল বাধা নাহি মানে,
আক্রম করিলে তাঁরে আসিয়া সেখানে।
দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁরে নিজ মন্ত্রিদল,
হরিল তাঁহার যত ধনধান্য বল।
হৃতরাজ্য হ'য়ে রাজা দগ্ধ দুঃখানলে,
ত্যজিলেন স্বভবন মৃগয়ার ছলে॥
আরোহিয়া অশ্বোপরি একাকী তখন,
ক্রমে আসি পশিলেন গহন কানন।
দেখিলেন তথা এক পবিত্র আশ্রম,
প্রশান্ত শ্বাপদে পূর্ণ অতি মনোরম;
চারি দিকে মুনি শিষ্য করে বেদগান,
মেধস মুনির সেই আশ্রম প্রধান॥
সৎকার লভিয়া রাজা—দেখি পুণ্য ধাম,
করিলেন কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম॥
অনন্তর পাদচার করিতে করিতে,
মনোমধ্যে চিন্তা তাঁর উঠে আচম্বিতে।

মমতার বশবর্ত্তী হইল হৃদয়,
ভাবিলেন মনে মনে রাজার তনয়।
পালিয়াছে যেই পুরী শত শত রাজা,
শিষ্টে দিয়া পুরস্কার দুষ্টে দিয়া সাজা।
আমাহীনা রহিয়াছে আজি সেই পুরী,
না জানি তথায় কত হতেছে চাতুরী।
অসদ্ব ত্ত মম ভৃত্য-গণ আছে যারা,
না জানি অধর্ম্ম কত করিতেছে তারা।
মদমত্ত শূর হস্তী ছিল যে আমার,
না জানি সে বৈরিবশে আছে কি প্রকার।
মম অনুগত যত ছিল প্রজাগণ,
প্রসাদে পাইত যারা কত শত ধন;
নিশ্চিত তাহারা আজি শত্রুপক্ষগণে,
করিতেছে তোষামোদ সদা প্রাণপণে।
বৃথা ব্যয়ে ধন তারা নাশিছে আমার,
শূন্য হ'বে সেই দুখ-সঞ্চিত ভাণ্ডার।
এইরূপ নানাচিন্তা করিয়া ভূপতি,
দেখিলেন তথা এক বৈশ্যের সন্ততি।
আশ্রমসমীপে দেখি বৈশ্যে উপনীত,
জিজ্ঞাসেন রাজা তাঁরে দেখিয়া চিন্তিত।
কে তুমি? কোথায় থাক? কেন বা এখানে?
কেন বা শোকের চিহ্ন তোমার বয়ানে?

কি হেতু তোমার দেখি ব্যাকুল অন্তর ?
শুনি,—মহারাজে কহে নত বৈশ্যবর।
বৈশ্য আমি, নাম মোর সমাধি, রাজন্ !
বিপুলবিভব-বংশে লভেছি জনন।
ধনলোভে অন্ধ হ'য়ে ভার্য্যাপুত্রগণ,
দূর করিয়াছে মোরে—ত্যজেছি ভবন।
ধন-দার-পুত্র-হীন আপ্ত-বন্ধু-হীন,
শোক দুঃখে আসিয়াছি গহন বিপিন।
প্রাণের সমান সেই তনয় সকল,
প্রাণাধিকপ্রিয়া পত্নী জুড়াবার স্থল।
না জানি তাহারা আছে কিরূপে এখন,
না জানি কেমন আছে অন্য বন্ধুগণ ;
বিপদে পড়েছে তারা ? আছে বা কুশলী ?
ধর্ম্ম মানে ? কিম্বা ধর্ম্মে দেয় জলাঞ্জলি ?
না শুনি এ সব বার্ত্তা সদা পোড়ে মন,
দীপ্তদাবানল মধ্যে হরিণ যেমন।
শুনি কহিলেন রাজা, একি চমৎকার,
ভার্য্যাপুত্রগণ ধন হরেছে তোমার ;
দূর করিয়াছে গৃহ হইতে তোমায়,
তথাপি করহ স্নেহ তাদের মায়ায় ?।
বৈশ্য বলে যা কহিলা নাহিক অন্যথা,
আমারো অন্তরে সদা উঠে ঐ কথা।

পিতৃস্নেহ পতিস্নেহ আর বন্ধুস্নেহ,
ত্যজিয়াছে সব, মায়া নাহি করে কেহ।
করিয়াছে যারা মোরে বাটীর বাহির,
কেন যে তাদের জন্য অন্তর অস্থির ;—
বুঝিতে না পারি নৃপ! ইহার কারণ,
বিগুণ বন্ধুর তরে কেন ঝোরে মন ;
দীর্ঘশ্বাস সদা বহে মনে সুখ নাই,
কি করিব কোথা যাব ভাবিয়া না পাই ;
নিষ্ঠুরতা তবু মনে কিছু নাহি উঠে,
স্নেহরসে মগ্ন মন, গৃহ দিকে ছুটে॥

অনন্তর দুই জনে হইয়া মিলিত,
মেধসের সম্মুখেতে হৈলা উপনীত।
যথাবিধি বন্দি তবে মুনির চরণ,
বসিয়া করেন নানা কথোপকথন।
জিজ্ঞাসিলা পরে রাজা সেই মুনিবরে,
উঠিয়াছে এক প্রশ্ন আমার অন্তরে।
যদি দেন সদুত্তর মোরে কৃপা করি,
সংশয় বিদূর হয়, দুঃখ হ'তে তরি।
চিত্ত বড় অনায়ত্ত হয়েছে আমার,
মায়া মোহে দহে দেহ নাহিক নিস্তার।
বিজ্ঞ বটি শাস্ত্রজ্ঞান আছে কিছু মত,
তথাপি অজ্ঞের মত মোহ অবিরত।

রাজ্যের মায়াতে মুগ্ধ হই রাত্রি দিন,
সুহৃৎস্বজন শোকে সদা হই ক্ষীণ।
আর এই বৈশ্যবর পরম দুঃখিত,
পুত্র দার ভৃত্য যারে করেছে বঞ্চিত;
ত্যজিয়াছে বন্ধুগণ নিষ্ঠুর হইয়া,
কেন তাহাদের তরে কাঁদে এর হিয়া?
এইরূপ দুই জন আমরা দুঃখিত,
জানি শুনি সংসারের সকল চরিত;
তথাপি মমতাবশ কেন হয় মন?
জ্ঞানী বটি কিন্তু কেন হই বিচেতন?
দেখিতেছি বিষয়ের যত আছে দোষ,
মূঢ় মন কেন তবু না পায় সন্তোষ?
বিবেকবিহীন হ'য়ে কেন মিছা ঘুরি?
ঘুরাইছে বল কোন্ মায়ার চাতুরী?।
হাসিয়া কহেন মুনি শুনি রাজবাণী
সকল জীবের জ্ঞান আছে আমি জানি!
কিন্তু সেই জ্ঞান হয় বিষয় বিশেষে,
বিষয়ের সঙ্খ্যা করা না যায় নিঃশেষে।
দেখ, কোন জীব হয় দিবাভাগে অন্ধ,
কোন জীব রাত্রিকালে, বিধির নির্ব্বন্ধ;
কোন জীব দিবারাত্রি তুল্যদৃষ্টি হয়,
সর্ব্বজীব একরূপ কোনরূপে নয়।

জ্ঞানী বটে সত্য কথা মানবনিচয়,
কেবল তারাই মাত্র জ্ঞানী কিন্তু নয়;
পশুপক্ষী মৃগ আদি যে আছে ভূতলে,
সকলেই নিজ নিজ জ্ঞানবলে চলে।
মনুষ্যের যেই জ্ঞান আছে ধরাপতি!
পশুপক্ষী কোন্ জীবে তার অসঙ্গতি?
যেই জ্ঞানে জ্ঞানী হয় পশুপক্ষিগণ,
মানুষেরো সেই জ্ঞান আছে অনুক্ষণ।
অতএব সকলেরি জ্ঞান তুল্যরূপ,
তাহার সত্ত্বেও দেখ ব্যবহার ভূপ।
এই সব 'জ্ঞানী' পক্ষী ক্ষুধায় কাতর,
কণামাত্র বস্তু লাগি ভ্রমে নিরন্তর;
পাইলে কোথাও কিছু লইয়া যতনে,
শাবক-চঞ্চুতে আনি দেয় হৃষ্টমনে;
কিছুমাত্র নিজে তারা না করে ভক্ষণ,
শাবকেরে নাহি দেখে তৃপ্ত যতক্ষণ।
প্রত্যুপকারের আশা নাহি কদাচিত,
মানবের আচরণ দেখ বিপরীত,—
মানব, সুতের ঠাঁই বহু আশা করে,
কেন না করিবে মায়া তাহার উপরে?
মোহরূপ গর্ত্ত আছে সংসার ভিতর,
মমতা-আবর্ত্ত যাহে ভ্রমে নিরন্তর;—

মহামায়াচক্রে তাহে পড়ে জীবগ্রাম,
পাকে ঘোরে নিরন্তর নাহিক বিরাম।
সে মহামায়ার মায়া বোঝে সাধ্য কার,
হরিও বশতাপন্ন হয়েছেন যাঁর।
যোগনিদ্রারূপে থাকি হরির নয়নে,
রেখেছেন জগতের নাথে অচেতনে।
তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ সকল সংসার,
জ্ঞানীরাও তাহা হ'তে নাহি পান পার।
সেই দেবী ভগবতী ভুলায়ে সকলে,
ফেলেন অজ্ঞান কূপে আকর্ষিয়া বলে।
তাঁরি সৃষ্ট এই বিশ্ব যত চরাচর,
তাঁহারি প্রসাদে লভে মুক্তিপদ নর।
তিনিই মুক্তির হেতু আদ্যা সনাতনী,
তিনিই জীবের ভব-গ্রন্থি-নিবন্ধনী।
মুনিবাক্যে মহারাজ হ'য়ে কুতূহলী,
জিজ্ঞাসেন ঋষিবরে করিয়া অঞ্জলি।
কোন্ দেবী তিনি? নাম মহামায়া যাঁর,
কিরূপে উৎপত্তি? বল কিবা কর্ম্ম তাঁর?
কিরূপ স্বরূপ তাঁর? প্রকৃতি কেমন?
শুনিতে বড়ই ইচ্ছা কহ তপোধন!।
কহিলেন ঋষি তবে শুন গুণধাম!
জগৎ মূরতি তাঁর—মহামায়া নাম।

নিত্যা তিনি জগতের সৃষ্টিবিধায়িনী,
তবু শুন কত তাঁর জন্মের কাহিনী।
সুরকর্ম্ম সিদ্ধি জন্য তাঁহার যখন,
অবনিতে আবির্ভাব হয় বিলোকন;—
উৎপন্না তখনি তাঁরে সর্ব্বলোকে কয়,
নিত্যা তিনি, তাঁর জন্ম ধ্বংস কভু নয়॥
যখন জগৎ ছিল হ'য়ে একার্ণব,
বিষ্ণুনেত্রে যদা যোগ-নিদ্রা অনুভব—
পাতিয়া অনন্ত-শয্যা প্রলয়-কীলালে,
বিকট অসুর দুই জন্মে সেইকালে;—
মধু ও কৈটভ নামে খ্যাত চরাচরে,
বিষ্ণু-কর্ণমল হ'তে জন্মলাভ করে।
বিষ্ণুনাভিসরসিজে ছিলা প্রজাপতি,
নাশিতে উদ্যত হৈল তাঁরে দুষ্টমতি।
দেখিয়া অসুরদ্বয় ভীমকলেবর,
দেখিয়া বিষ্ণুরে যোগ-নিদ্রায় কাতর;—
পদ্মযোনি পদ্মনাভ-নিদ্রাভঙ্গ তরে,
যোগনিদ্রা স্তব করে একাগ্র অন্তরে;—
করেন যে যোগনিদ্রা হরিনেত্রে বাস,
যাঁহা হ'তে জগতের সৃষ্টিস্থিতি নাশ;—
বিশ্ববিধায়িনী যিনি বিশ্বের ঈশ্বরী,
আরম্ভিলা স্তুতি তাঁর যোড়পাণি করি॥

তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষট্‌কার,
উদাত্তাদি তিন স্বর তোমারি আকার
হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বর তুমি ভগবতি!
অর্দ্ধমাত্র হল্‌বর্ণ, তাও তুমি সতি!
সুধাময়ী সনাতনী সাবিত্রীরূপিণী,
পরা বিদ্যা তুমি দেবি! জগত-ধারিণী!
বিশ্বের আধার তুমি, বিশ্বসৃষ্টি কর,
পালন করহ তুমি, তুমিই সংহর।
সৃষ্টির সময়ে তুমি সৃষ্টিরূপা হও,
পালন সময়ে স্থিতি-রূপা হ'য়ে রও;—
জগন্ময়ি! জগতের যবে হয় লয়,
হইয়া সংহৃতিরূপা তুমি কর ক্ষয়।
মহাবিদ্যা, মহাস্মৃতি তুমি মহামায়া,
মহামেধা, মহামোহা, তুমি ভবজায়া।
প্রকৃতি ত্রিগুণরূপা, স্থিতা সর্ব্বভূতে,
মহাদেবী, মহাসুরী, তুমি সুরস্তুতে!
কালরাত্রি, মহারাত্রি, তুমিই ভীষণা,
মোহরাত্রি, তুমি বুদ্ধি প্রবোধলক্ষণা।
শ্রীরূপা ঈশ্বরী তুমি, হ্রী-শক্তির ভূমি,
লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি তথা ক্ষান্তি তুমি
খড়্গিনী, শূলিনী, তুমি গদিনী, চক্রিণী,
ঘোররূপা তুমি দেবি! শঙ্খিনী, চাপিনী

পরিঘ-ভুষণ্ডী শর আদি শস্ত্র যত,
সে সব ধারিণী তুমি, মহিমাই কত!
সৌম্যাকারা সৌম্যতরা পরমসুন্দরী,
পরাপর হৈতে পরা পরম ঈশ্বরী।
যে কোন জগতে বস্তু সত্ বা অসত্,
তৎসমস্তরূপা তুমি নহে অন্যমত।
নিখিল বস্তুর শক্তি তুমি মহেশানী,
তোমারে করিতে স্তব কিবা আমি জানি।
যে হরি জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস-কারী,
রেখেছ নিদ্রার বশে সেই দানবারি।
করিবারে পারে বল কে তোমার স্তব,
উদরে ধরেছ ব্রহ্মা বিষ্ণু আর ভব।
শক্তি নাই বটে স্তব করিতে তোমার,
তথাপি প্রসন্না হও ভয়ে পাই পার।
জন্মাইয়া দেহ মোহ দুই দানবের
নিজের প্রভাবে, ভাঙ্গ নিদ্রা কেশবের;
বুদ্ধি দেও অচ্যুতের মারিতে অসুর,
শরণাপন্নের দেবি! ভয় কর দূর॥

এইরূপ স্তবে তুষ্টা হ'য়ে ভগবতী,
জাগাইতে জগন্নাথে করিলেন মতি;
ছাড়িলেন তাঁর নেত্র নাসিকা হৃদয়,
বাহু বক্ষঃ বক্ত্র ত্যজি নয়নে উদয়।

উঠিলেন যোগনিদ্রা ত্যজি জনার্দ্দন,
একার্ণবে অহিশয্যা উপরে তখন ;
মধু ও কৈটভে দৃষ্টি পড়িল অমনি,
দুরন্ত দানব দুই নিদারুণধ্বনি ;
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু বিপুলবিক্রম,
ব্রহ্মারে গ্রাসিতে তারা করেছে উদ্যম
দেখামাত্র তুলি গাত্র উঠিলা ঠাকুর,
আযোধন আরম্ভিলা সহ দুই শূর।
বাহুতে বাহুতে তারা করিল সমর,
নিবৃত্তি নাহিক পাঁচ হাজার বৎসর।
মহাবল মদমত্ত দুই মহাবীর,
মহামায়াবশে ভ্রংশ হইল বুদ্ধির ;—
কহিছে বিষ্ণুরে ডাকি শুন মহাশয় !
মাগি লহ বর তুমি যাহা মনে লয়।
ভগবান কহিলেন শুন দৈত্যবর !
যদি তুষ্ট হ'য়ে থাক আমার উপর ;
বধ্য হও মোর তবে তোমরা দু'ভাই,
অন্য বরে কাজ নাই এই বর চাই।
বঞ্চিত হইয়া তবে তাহারা দুজন,
চারিদিকে নেত্রপাত করিল তখন।
জলময় বিশ্বে দেখি পুনর্ব্বার কয়,
বধ কর নারায়ণ ! নাহি করি ভয় ;

কিন্তু যেই স্থানে জল কিছুমাত্র নাই,
সেই স্থানে প্রাণ দিব নহে অন্য ঠাঁই।
'তথাস্তু' বলিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারী,
বলে টানি আনিলেন দুই অমরারি।
আপন জঘনদেশে তাদের রাখিয়া,
কাটিলেন দুই শির চক্রেতে করিয়া॥

এত বলি উপাখ্যান করি সমাপন,
মেধস্ কহেন নৃপ! শুনিলে এখন।
এইরূপে মহামায়া জন্ম লন ভবে,
হইয়া পরমপ্রীতা প্রজাপতিস্তবে।
আরো কিছু কহি শুন প্রভাব ইহাঁর,
পার হয় যাহা শুনি ভব-পারাবার॥

মধুকৈটভের বধ-সাধিকে অম্বিকে!
অগতির গতি! গতি প্রদেহি গতিকে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মধু-কৈটভবধঃ॥ ২৬৬ পঙক্তি॥

পূর্ব্বে দেবাসুরে যুদ্ধ হয় ঘোরতর,
অবিরত চলে রণ শত সংবৎসর।
দেবতার সেনাপতি দেব শচীপতি,
অসুরের সেনা চালে মহিষ দুর্ম্মতি।

সেই যুদ্ধে মহাবীর্য্য অসুর নিচয়,
দেবতার সেনাগণে করিলেক জয়।
সকলে জিনিয়া তবে মহিষ-অসুর,
ইন্দ্রত্ব লভিয়া ভোগ করে সুরপুর।
পরাজিত দেবগণ সহ পদ্মাসন,
চলিলেন যথা শম্ভু আর নারায়ণ।
কহিলেন সমাচার করিয়া বন্দন,
দৃপ্ত দানবের সব দুষ্ট আচরণ ;—
ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বায়ু আর সবিতার,
লইয়াছে দুষ্টাসুর নিজে অধিকার।
যম কুবেরাদি সবে হারায়েছে কাজ,
ত্রিদেবে মহিষাসুর মাত্র মহারাজ।
স্বর্গ হ'তে নিরাকৃত হইয়া সকলে,
মর্ত্ত্যমত অমর্ত্ত্যেরা ভ্রমিছে ভূতলে।
এইরূপে অত্যাচার করিছে অসুর,
শরণ লইনু মোরা শঙ্কা কর দূর।
চিন্তা কর কিসে তার নিধন হইবে,
নহে সৃষ্টি ধ্বংস হলো! কেমনে রাখিবে?
দেবের শুনিয়া দুঃখ শ্রীমধুসূদন,
করিলেন মহাকোপ আর পঞ্চানন।
আননে ভ্রূকুটী হলো কুটিল আকার,
তাহা দেখি জন্মে কোপ মনে সবাকার।

অতি কোপপূর্ণ বিষ্ণু-বদন হইতে,
বাহিরিল ভয়ঙ্কর তেজ আচম্বিতে।
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেব ছিলা,
সকলেরি মুখ হ'তে তেজ নিঃসরিলা।
সেই সব তেজোরাশি একত্র হইয়া,
জলন্ত অনল যেন উঠিল জ্বলিয়া।
জ্বলিতপর্ব্বতসম তেজ উর্দ্ধে উঠে,
ভয়ঙ্কর শিখা সব চারিদিকে ছুটে।
সর্ব্বদেবশরীরজ তেজের মিলন,
যাহার অতুল তাপে তপ্ত ত্রিভুবন।
আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছু বর্ণিবারে নারি,
সেই সমুদয় তেজে হৈল এক নারী!।
শম্ভুতেজে হৈল তাঁর চারু মুখদেশ,
বিষ্ণুতেজে বাহু সব যমতেজে কেশ।
চন্দ্রতেজে জনমিল যুগ্ম পয়োধর,
ইন্দ্রতেজে মধ্যদেশ হৈল মনোহর।
বরুণের তেজে হৈল জঙ্ঘা আর উরু,
নিতম্ব জন্মিল পৃথ্বী-তেজে অতি গুরু।
ব্রহ্মা ও সূর্য্যের তেজে পদ পদাঙ্গুলি,
বসুর তেজেতে জন্মে করাঙ্গুলি গুলি।
প্রজাপতিতেজে হৈল দন্তাবলী তাঁর,
কুবেরের তেজে জন্ম দিব্য নাসিকার।

অগ্নির তেজেতে তিন নয়ন জন্মিল,
দুই সন্ধ্যাতেজ হতে ভ্রূযুগ শোভিল।
অনিলের তেজে হৈল শ্রবণের পথ,
অন্যান্য দেবের তেজ হৈল যথাযথ।
সেই দেব-তেজো-রাশি-সমুদ্ভবা নারী,
দেখি সবে সুখী হৈলা যত স্বর্গচারী।
নিজশূল হ'তে শূল করি নিষ্কাশন,
দিলেন ত্রিশূলী তাঁরে করিয়া যতন।
নিজ চক্র হ'তে চক্র করিয়া বাহির,
চক্রধর তাঁরে চক্র দিয়া হন স্থির।
এইরূপে নিজশস্ত্র করিরা দোহন,
বরুণ দিলেন শঙ্খ, শক্তি হুতাশন।
পবন দিলেন তাঁরে কার্ম্মুক বিশাল,
তূণীরযুগল সহ পূর্ণশরজাল।
বজ্র আর ঘণ্টা দেন ইন্দ্র মহামতি,
কৃতান্ত দিলেন দণ্ড, পাশ অম্বুপতি।
প্রজাপতি জপমালা, কমণ্ডলু বিধি,
সর্ব্বরোমকূপে রশ্মি দিলা দিননিধি।
কাল দেন খড়্গ চর্ম্ম কি বা শোভা তার,
ক্ষীরোদ অজর বস্ত্র, আর মুক্তাহার ;—
দিব্য এক চূড়ামণি, কটক, কুণ্ডল,
শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, যাহা করে ঝলমল ;—

অঙ্গদ সকল ভুজে, বিমল নূপুর,-
চমৎকার গ্রৈবেয়ক তম করে দূর ;—
রত্নময় অঙ্গুরীয় সর্ব্ব অঙ্গুলিতে,
লাভ হৈল এ সকল ক্ষীরোদ হইতে।
বিশ্বকর্ম্মা দিলা তাঁরে পরশু উত্তম,
অভেদ্য কবচ নানা শস্ত্র অনুপম।
জলধি তাঁহারে দিলা দুই পদ্মমালা।
সর্ব্বদাই থাকে যাহা পরম উজ্জ্বলা ;—
উরস্থলে এক মালা শিরস্থলে আর,—
শোভন পঙ্কজ এক দিলা হাতে তাঁর।
বাহনের তরে সিংহ দিলা হিমালয়,
আর কত রত্ন দিলা সংখ্যা নাহি হয়।
সুরাপূর্ণ পানপাত্র দিলেন ধনেশ,
মণিময় নাগহার নাগপতি শেষ।
এই রূপে আর আর যতেক বিবুধে,
ভূষিতা করিলা তাঁরে ভূষণ আয়ুধে।
বিভূষিতা সম্মানিতা হইয়া সুন্দরী,
হাসিলেন মুহুঃ অট্ট-হাস উচ্চ করি।
সিংহনাদ করিলেন ভয়ঙ্কর রবে,
শুনি জগতের প্রাণী স্তব্ধ হৈল সবে।
দিক্ দিকে ধায় শব্দ হয় প্রতিধ্বনি,,
সমুদয় নভোভাগ পূরিল অমনি।

ক্ষুভিল সকল লোক, কাঁপিল সাগর,
নড়িল বসুধা, আর যত মহীধর।
জয় জয় শব্দ করি যতেক অমর,
সিংহবাহিনীরে স্তব করিলা বিস্তর।
ভক্তিভাবে নম্রমূর্ত্তি আসি ঋষিগণ,
কত যে করিলা স্তব না হয় গণন॥
এ দিকে দেখিয়া ক্ষুব্ধ সমস্ত ভুবন,
রুষিল অসুরগণ বিকটগঠন।
সজ্জিত সকল সৈন্য করিয়া সহিত,
আয়ুধ উদ্যত করি উঠিল ত্বরিত।
আঃ! ব্যাপার কিহে এটা! কহি সুর-অরি,
ধাইল মহিষাসুর শব্দ লক্ষ্য করি।
বিস্তর অসুর সঙ্গে ভয়ঙ্করধ্বনি,
অদূরে দেখিল সবে দানবদলনী;—
ত্রিলোক ব্যাপেছে দেহদ্যুতি সুনির্ম্মল,
পদভরে করিতেছে ধরা টল মল;
কিরীটের অগ্রভাগ ঠেকেছে অম্বর,
শিঞ্জিনী শব্দেতে ক্ষুব্ধ পাতাল বিবর;
অতুল আশ্চর্য্য কাণ্ড বুঝা নাহি যায়,
সহস্র বাহুর বন দশ দিকে ধায়।
পরস্পার দৃষ্টিপথে দাঁড়াইলে পর,
দেবী আর সুরদ্বিষে বাধিল সমর।

বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র হানে পরস্পর,
শস্ত্রানলে জ্বলে সব দিক্ দিগন্তর।
যুঝিতে লাগিল তবে চিক্ষুর অসুর,
মহিষের সেনাপতি বড়ই নিষ্ঠুর।
চামর নামেতে বীর যোঝে অবিরত,
চতুরঙ্গ বল যার সদা অনুগত।
যুঝিছে উদগ্র নামে মহাবীরবর,
ষড়যুত রথ তার নিত্য অনুচর।
এক কোটি রথবর লইয়া সংগ্রামে,
নিরন্তর যোঝে বীর মহাহনু নামে।
অসিলোমা নামে বীর মহাভয়ঙ্কর,
লইয়া অর্ব্বুদ পঞ্চ করিছে সমর।
যুঝিজে 'বাস্কল' ষাট্ লক্ষ রথ সাতে,
আর বীর যোঝে পরিবারিত আখ্যাতে ;—
লক্ষ লক্ষ গজ বাজী সহিত তাহার,
এক কোটি রথ সঙ্গে সমরে দুর্ব্বার।
আর এক বীর যারে বিড়ালাক্ষ বলে,
পঞ্চবৃন্দ রথ যার সঙ্গে সঙ্গে চলে।
আর আর লক্ষ লক্ষ মহাসুরগণ,
কত রথ হস্তী হয় না হয় গণন।—
আরম্ভিল মহারণ দেবীর সহিত,
রণমদে মত্ত সবে মহাপুলকিত॥

পরেতে মহিষাসুর বাহিরিল রণে,
কোটি কোটি রথ বেগে চলে তার সনে।
কোটি কোটি হস্তী ভ্রমে মহাভয়ঙ্কর,
কোটি কোটি অশ্ব ধায় গতি খরতর।
তবে বীরগণ সব ধরে অস্ত্রজাল;
তোমর মুষল শক্তি আর ভিন্দিপাল।
পরশু পট্টিশ, খড়্গ, লইল ভীষণ,
আরম্ভিল দেবী সনে ঘোরতর রণ।
নিক্ষেপিল কেহ পাশ, কেহ শক্তি মারে,
কেহ বা নাশিতে চাহে খড়্গের প্রহারে।
সেই সব অস্ত্রজাল নিজশস্ত্রবলে,
অনায়াসে কাটিলেন দেবী কুতূহলে।
চারিদিকে সুরঋষি আরম্ভিলা স্তব,
অবিকৃতমুখে দেবী করেন আহব।
কতরূপ অস্ত্র শস্ত্র কথন না যায়,
বর্ষিলেন সুরেশ্বরী অসুরের গায়।
মহাক্রুদ্ধ সেই সিংহ দেবীর বাহন,
সটাচ্ছটা ফুলাইয়া হইল ভীষণ;
দৈত্যসেনা মধ্যে ঘোরে বিশাল বিক্রমে,
বনমাঝে যেইরূপ হুতাশন ভ্রমে।
যুঝিতে যুঝিতে চণ্ডী ছাড়েন নিশ্বাস,
তাহা হ'তে সদ্য জন্মে শত শত দাস;—

'গণ' তাহাদের নাম ; যোঝে পালে পাল,
পরশু পট্টিশ অসি ক্ষেপে ভিন্দিপাল।
দেবীর শক্তিতে তারা হৈল মহাবল,
বিনাশিল অসুরের শত শত দল।
কেহ বা বাজায় শঙ্খ কেহ ঢাক ঢোল,
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ করে গণ্ডগোল।
যুদ্ধ মহামহোৎসবে মত্ত বীরগণ,
কত মত করে রণ কে করে বর্ণন।
দেবীর ত্রিশূল গদা শক্তি খড়্গা ঘায়,
কত শত মহাসুর যমালয় যায়।
ঘণ্টা বাদ্য করিলেন দেবী মহারোষে,
পড়িল অসুর কত তাহার নির্ঘোষে।
নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে কত মহাসুর,
পড়িল অবনিপৃষ্ঠে, অঙ্গ হৈল চুর।
তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে কেহ দুই ভাগ হৈল,
গদাঘাতে বিপোথিত ভূমে কেহ রৈল।
দারুণ মুষলঘাত হৈল কারো বুকে,
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে।
কাহারো হৃদয়মধ্যে বিদ্ধ হৈল শূল,
পড়িল ভূমিতে যেন তরু ছিন্নমূল।
শরজালে বিদ্ধ কারো সর্ব্ব কলেবর,
এক তিলমাত্র নাহি তাহাতে অন্তর।

পশ্চাৎ করিয়া সেনা, সেনাপতিগণ,
দেবীর সমরে কত ত্যজিল জীবন।
কাটাগেল বাহু কারো, কারো গেল শির,
পড়ে মুণ্ড কারো, কারো বক্ষ দুই চির;
ছিন্নজঙ্ঘ হ'য়ে কেহ পড়ে ভূমিতলে,
দুইখণ্ডদেহ কেহ পড়ে রণস্থলে;
কারো ছিন্ন এক এক বাহু চক্ষু পদ,
পড়িল অসুরসঙ্ঘ, গণিল বিপদ্।
ছিন্নশিরা কত কত দানব হইল,
ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ তখনি উঠিল;—
কবন্ধ হইয়া হস্তে ল'য়ে প্রহরণ,
দেবীসহ করে তারা ঘোরতর রণ।
রণমাঝে শুনি সুখে তূর্য্যাবাদ্যতাল,
ছিন্নশিরা কবন্ধেরা নাচে পালে পাল।
খড়্গা চর্ম্ম শক্তি আদি অস্ত্র অগণন,
হস্তে করি করে তারা বিচিত্র নর্ত্তন।
দেখিয়া দেবীরে কত বীর কুতুহলী,
সমরে আহ্বান করে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলি।
সেইকালে রণস্থল হৈল ভয়ঙ্কর,
অসুরের দলে সৈন্য মরিল বিস্তর।
রথ গজ অশ্ব পত্তি পড়িয়া ধরায়,
অগম্য করিল পৃথ্বী চলা নাহি যায়।

গজ বাজী পদাতির রুধির ধারায়,
অসুরের সৈন্যমধ্যে মহানদী ধায়।
অতঃপর মহাদেবী বিলম্ব না করি,
সেই মহাসুরসৈন্য দেখি মহেশ্বরী ;—
বহ্নি যেন দহে শুষ্ক তৃণ দারুচয়,
সেইরূপ তাহাদের করিলেন ক্ষয় ॥
দেবীর বাহন তবে ঘোরনাদ করি,
কোপভরে ফুলাইল কেশর, কেশরী,—
ভ্রমে অসুরের দলে—অসুরের প্রাণ
খুঁজিয়া বেড়ায় যেন করিতে সন্ধান।
সেই সব 'গণে'রাও মহাযুদ্ধ করি,
মহাবলে বিনাশিল বহু সুর-অরি।
দেবগণ মহাতুষ্ট দেখিয়া সমর,
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন তাদের উপর ॥
মহিষ-অসুর-সেনা-সজ্ঘ-বিমর্দ্দনে!
করুণ কটাক্ষপাত কর কৃষ্ণধনে ॥
ইতি মহিষাসুরসৈন্যবধঃ। ২১৬॥ ৪৮০॥

সৈন্য হত দেখি তবে কুপিল চিক্ষুর,
মহিষের সেনাপতি বিষম অসুর ;
বলদর্পে অম্বিকারে যুঝিতে ডাকিল,
দেবীর উপরে বহু শর বরষিল।

মেরুশৃঙ্গে জল বর্ষে যথা জলধর,
সেইরূপ দেবী-অঙ্গে পড়ে খর শর।
তবে দেবী সেই শর কাটিয়া সত্বরে,
অশ্ব সহ সারথিরে কাটিলেন শরে;
কাটিলেন চাপ সদ্যঃ, উচ্চ কেতুবর,
করিলেন বাণে বাণে বিদ্ধিয়া জর্জ্জর।
রথহীন অশ্বহীন সারথিবিহীন,
ধনুহীন ধায় বীর তবু নহে ক্ষীণ;
তীক্ষ্ণধার খড়্গ আর আর চর্ম্ম করি হাতে,
ধেয়ে প্রহারিল খড়্গ পশুরাজ-মাতে।
বামভুজে অম্বিকার হানে আর বার,
ভাঙ্গি গেল ভুজস্পর্শে খড়্গ খরধার।
কোপেতে চিক্ষুর হৈল অরুণলোচন,
শূল নিয়া অম্বিকারে করিল তাড়ন।
দীপ্যমান সূর্য্যসম শূল বেগে ধায়,
দেখি দেবী নিজশূল ছাড়িলেন তায়;
দেবীশূল, সেই শূলে, আর দৈত্যবরে,
উভয়েরে শতখণ্ড করিল সত্বরে।
মহাবীর্য্য চমূপতি হত হ'লে পর,
চামর বারণপৃষ্ঠে হৈল অগ্রসর।
সেও আসি শীঘ্র শক্তি সবেগে প্রহারে,
দেবী তারে নিবারিলা কেবল হুঙ্কারে;

প্রভাহীন ভগ্ন শক্তি পড়িল ভূতলে,
দেখিয়া চামর বীর অগ্নিহেন জ্বলে।
নিক্ষেপিল শূল পরে তেজ যার চণ্ড,
তাহারেও বাণে দেবী কৈলা খণ্ড খণ্ড।
অনন্তর এক লম্ফে উঠিল কেশরী,
চামরের বারণের কুম্ভের উপরি।
বাহুযুদ্ধ উভয়ের হয় মহারঙ্গে,
যুঝিতে যুঝিতে তারা হস্তী হ'তে পড়ে।
ভূমিতে পড়িয়া কোপে আরম্ভে সমর,
দারুণ প্রহারে অঙ্গ হৈল জরজর।
তবে বেগে উঠি শূন্যে, পড়ি মৃগান্তক,
চপেটে চামরশির করিল পৃথক্।
শিলা তরু আদি ঘাতে দেবীর সমরে,
পড়িল 'উদগ্র' বীর চূর্ণ কলেবরে।
দন্তাঘাত মুষ্ট্যাঘাত চপেট-আঘাত,
করিল করাল বীরে সমরে নিপাত।
কুপিত হইয়া দেবী গদাঘাতে তূর্ণ,
'উদ্ধত' বীরের অঙ্গ করিলেন চূর্ণ।
ভেদিলেন ভিন্দিপালে বাস্কলের কায়,
শরে শরে 'উগ্রবীর্য্য' পরাণ হারায়।
'উগ্রাস্য' 'অন্ধক' 'তাম্র' ত্যজিল জীবন,
দেবীর প্রখর শর সহে কোন্‌জন ?

ত্রিশূল লইয়া হাতে পরম-ঈশ্বর,
বধিলেন 'মহাহনু' খণ্ড খণ্ড ক'র।
খড়্গাঘাতে বিড়ালের কাটিলেক শির,
'দুর্দ্ধর' 'দুর্ম্মুখ' মরে বাণে হ'য়ে চির॥
এইরূপে নিজ সৈন্য-ক্ষয় দেখি ভবে,
রুষিয়া মহিষাসুর আইল আহবে।
ধরিয়া মহিষরূপ ভীম কলেবরে,
সেই সব 'গণে' ভয় দেখাইল পরে।
পাড়িল কাহারে চণ্ডতুণ্ডের প্রহারে,
ক্ষুরক্ষেপে অপরের পরাণ সংহারে।
লাঙ্গুল আঘাতে অন্যে ফেলে নিয়া দূর,
শৃঙ্গে বিদারিয়া কারো অঙ্গ কৈল চূর।
নিশ্বাসপবনে কারে, কারে বেগবলে,
নিনাদে, ভ্রমণে, কারে পাড়িল ভূতলে।
এইরূপে নিপাতিয়া প্রমথ-অনীক,
সিংহেরে মারিতে ধায় অন্তরে অভীক।
কুপিলা অম্বিকা দেবী, কুপিল অসুর,
মহীতল বিদারিল দিয়া নিজ ক্ষুর।
শৃঙ্গ দিয়া উচ্চ গিরি টানিয়া ক্ষেপিল,
মহাবীর্য্য মদগর্ব্বে গর্জ্জিতে লাগিল।
বিশীর্ণ হইল মহী সবেগ ভ্রমণে,
লাঙ্গুল-আঘাতে অব্ধি-উথলে সঘনে।

শৃঙ্গ সঞ্চালিয়া মুহুঃ নাড়া দিল শির,
তাহাতে লাগিয়া মেঘ হৈল চির চির।
নিশ্বাস পবনবেগে কত ধরাধর,
আকাশ হইতে পড়ে ধরার উপর ॥
এইরূপ ক্রোধে পূর্ণ আসিছে অসুর,
দেখিয়া চণ্ডিকা কোপ করিলা প্রচুর।
তখন তাহার বধে করিয়া মনন,
নিক্ষেপিলা নিজপাশ করিতে বন্ধন!
বাঁধিল দেবীর পা অসুরে তখনি,
ত্যজিল মহিষরূপ অসুর অমনি ;—
ধরিল সিংহের কায় ; অম্বিকা তখন,
যেমন কাটেন শির, অমনি দুর্জ্জন—
খড়্গ-চর্ম্মধারী হৈল পুরুষপ্রবর,
শরে শরে দেবী তারে করিলা জর্জ্জর।
খড়্গ চর্ম্ম সহ বীর কাটা গেলে পর,
ধরিল গজের মূর্ত্তি মহাভয়ঙ্কর।
গভীর নির্ঘোষে তবে সঘনে গর্জ্জিয়া,
আকর্ষিল মহাসিংহে কর প্রসারিয়া।
কাটিলেন কর দেবী খড়্গাঘাত করি,
মহিষ হইল পুনঃ অমরের অরি।
পূর্ব্বমত ত্রিজগৎ করে লণ্ড ভণ্ড,
কে সহিতে পারে তার সমর প্রচণ্ড ?

অনন্তর বিশ্বমাতা কোপ করি মনে,
রত্নময় পান-পাত্র ধরি সেইক্ষণে ;—
সুরাপান পুনঃপুনঃ করেন ঈশ্বরী,
হাসেন অরুণনেত্রে খল খল করি।
সুরারিও বলবীর্য্যমদে সমুদ্ধত,
নাদিল বিষমঘোষ, টানিল পর্ব্বত ;
শৃঙ্গ দিয়া নিক্ষেপিল চণ্ডিকার প্রতি,
শরজালে চূর্ণ তারে করিলা পার্ব্বতী।
মদারুণমুখশোভা আকুলবচনা,
কহিলা অসুরে ডাকি তবে ত্রিনয়না ॥
গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ়! তুমি করহ গর্জ্জন,
মধুপান আমি নাহি করি যতক্ষণ।
তোরে আমি বিনাশিলে, অমনি এখনি,
গর্জ্জিবেন দেবগণ করি জয়ধ্বনি।
এই বলি বেগে ধেয়ে মহিষ-উপর,
চড়িলেন মহ'দেবী দিয়া পদভর!
বিন্ধিলেন কণ্ঠে শূল দিয়া ভগবতী,
বাহিরিল নিজমুখ হ'তে শীঘ্রগতি—
অর্দ্ধভাগ বিনিষ্ক্রান্ত পুরুষ-আকার,
যোঝে মহাদেবী সনে করি মহামার।
অতঃপর মহাদেবী করি খড়্গাঘাত,
শির কাটি অসুরের করিলা নিপাত।

অনন্তর হাহাকার দৈত্যসৈন্যে উঠে,
পলাইল সর্ব্বসেনা বল গেল টুটে।
অতুল আনন্দ হ'লো দেবতার দলে,
দেবীরে করিতে স্তব মিলিলা সকলে।
স্বর্গীয় মহর্ষিগণ আসি যোগ দিলা,
গন্ধর্ব্ব মধুর গীত গাইতে লাগিলা।
অপ্সরীরা নৃত্য করে মধুর আকার,
ধরেনা কাহারো মনে আনন্দের ভার॥
গজেন্দ্রগামিনী গৌরী মহিষমর্দ্দিনী,
গিরীন্দ্রনাথেরে রক্ষ গিরীন্দ্রনন্দিনী।
ইতি মহিষাসুরবধঃ॥ ১২২। ৬০৪

শক্র আদি সুরগণ দেখি হত রণে,
সেই দুষ্ট দৈত্য আর দৈত্যসেনাগণে;—
পুলকিতদেহে অতি-নম্র শিরোধরে,
দেবীরে করেন স্তব সানন্দ অন্তরে।
যে দেবীর শক্তিবলে সৃষ্ট এ ভুবন,
দেবগণতেজে যাঁর শরীর গঠন;
সর্ব্বদেব-ঋষিপূজ্যা সেই সুরেশ্বরী,
কল্যাণ করুন, মোরা তাঁরে নত করি।
অতুল প্রভাব যাঁর আর দেহবল,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বর্ণিতে বিকল;

জগৎপালনে আর অশুভের নাশে,
সে দেবীর মতি যেন সর্ব্বদা বিকাশে।
ধন্যগৃহে লক্ষ্মী যিনি, পাপিষ্ঠ আলয়ে
অলক্ষ্মী, বুদ্ধির রূপে বিজ্ঞের হৃদয়ে;
কুলীনের হৃদে লজ্জা, শ্রদ্ধা সজ্জনের,
সেই দেবী তুমি, রক্ষা কর জগতের।
অচিন্ত্য তোমার রূপ কি বর্ণিতে পারি,
প্রবল অসুর-সঙ্ঘ-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি;
তোমার সমরকার্য্য বর্ণে সাধ্য কার,
সুরাসুরগণ মধ্যে অতি দুর্নিবার।
সত্ত্বরজস্তমোরূপা সংসারকারিণী,
হরিহর-অসংবেদ্যা দোষবিরহিণী;
সর্ব্বাশ্রয়, বিশ্বমূল, বিকার-বর্জ্জিতা,
পরমা প্রকৃতি আদ্যা তুমি সুরার্চ্চিতা।
দেবগণ যজ্ঞস্থলে যার উচ্চারণে,
পিতৃলোক শ্রাদ্ধকালে যার আবাহনে—
তৃপ্ত হন; সেই স্বাহা আর স্বধা তুমি,
তুমিই নিখিল বিশ্ব-প্রসবের ভূমি।
জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বদোষহীন মুনিগণ,
মুক্তিলাভাশয়ে যাঁরে করেন সেবন,
মুক্তির কারণ সেই অচিন্ত্যমহিমা
তুমিই পরমাবিদ্যা, নাহি তব সীমা।

শব্দময়ী তুমি, ঋক্ যজুঃ আর সাম,
এ তিন বেদের তুমি উৎপত্তির ধাম ;
সংসারের শুভ আর দুঃখনাশ তরে,
বার্ত্তাশাস্ত্ররূপে তব মূরতি বিহরে।
মেধা তুমি, সর্ব্বশাস্ত্র স্মরি যার বলে,
দুর্গা তুমি, নৌকা দুর্গভবাম্বুধি-জলে ;
লক্ষ্মী তুমি নারায়ণহৃদয়ে বসতি,
গৌরী তুমি শশি-মৌলিসহিত সঙ্গতি।
স্মিতকান্ত পূর্ণচন্দ্রসম সুবিমল,
দেখিয়া এ স্বর্ণকান্তি বদনমণ্ডল ;
আশ্চর্য্য! কিরূপে প্রহারিল রোষভরে,
এ হেন শরীরে, দুষ্ট দৈত্য অকাতরে!!
দেখিয়াও তব বক্র ভ্রূকুটীকরাল,
নব শশধর সম যার রশ্মিজাল ;
আশ্চর্য্য! মহিষ তবু রহিল জীবনে,
কেবা বাঁচে প্রকুপিত যম দরশনে?
প্রসীদ, পরমা দেবী করহ কল্যাণ,
কুপিলে তোমার কাছে কারো নাহি ত্রাণ ;
এই যে মহিষবল বিক্রমে বিপুল,
ক্ষণমাত্রে তারে তুমি করিলে নির্ম্মূল।
তাহারাই দেশে মান্য, তাহাদেরি ধন,
তাহাদেরি ধর্ম্ম আর সুখ্যাতি কীর্ত্তন ;

তাহারাই ধন্য, পুত্র-দার-ভৃত্য-সহ,
তুমি যাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না রহ।
সুকৃতী পুরুষ সদা ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করে,
তার ফলে যায় অন্তে অমরনগরে;
সেও ত্রিভুবনেশ্বরি! প্রসাদে তোমার,
তোমা বিনা ফলদাত্রী কেবা আছে আর?
দুর্গমে স্মরিলে তুমি হর তার ভয়,
সুস্থজনে শুভমতি বিতর নিশ্চয়;
তোমা বিনা কেবা হরে দৈন্য-দুঃখ-ভয়,
সকলের হিতে রত কাহার হৃদয়?।
দুষ্টাসুর হত হৈলে জগতের সুখ,
ধর্ম্ম-কর্ম্মে তারা সব যদিও বিমুখ;
তথাপি লভিবে স্বর্গ মোর সহ রণে,
বুঝি শত্রু নাশ কর এই ভাবি মনে?।
দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিবারে শত্রুগণ
পার তুমি; তবু শস্ত্র কর যে ক্ষেপণ;
শস্ত্রপূত অরিরাও যাউক ত্রিদিবে,
এই সংকল্প চিন্তা কর বুঝি শিবে।
দেখিয়াও তব উগ্র খড়্গাবস্ফুরণ,
আর তীব্র শূলতেজ অনলকিরণ;
হ'লো না যে দগ্ধনেত্র অসুরের দল,
তোমার চন্দ্রানন-বিলোকন-ফল।

তব শীল, দুর্ব্বৃত্তের দুরাচার নাশে,
অচিন্ত্য অতুল্য রূপ, জগতে প্রকাশে ;
বীর্য্য তব, হরে দেবগণ্মী শত্রুবল,
জানবে দেখাও দয়া কার এ সকল।
তব বিক্রমের তুলা দিতে নাহি পারি,
রূপ তব মনোহারি, শত্রু ভয়-কারি ;
চিত্তে কৃপা আছে, তবু নিষ্ঠুরতা রণে,
এ সব অদ্ভুতকাণ্ড নাহি অন্য জনে।
শত্রুনাশ করি দেবি! এই ত্রিভুবন
রাখিলে ; তারাও রণে ত্যজি প্রাণধন—
চলি গেল সুরলোকে ; অসুরের ভয়,
দূর হ'ল—দুর্গে! তব বন্দি পদদ্বয়।
শূলে, খড়্গে, আর ঘণ্টা চাপের নিস্বনে,
আমা-সবাকারে রক্ষা কর ত্রিনয়নে!
পূর্ব্বদিকে রক্ষ আর পশ্চিম আশায়,
করহ দক্ষিণে রক্ষা সকল শঙ্কায়।
ঘুরাইয়া আত্মশূল মস্তক-উপরি ;
উত্তর দিকেতে রক্ষা কর সুরেশ্বরি।
যে সব তোমার রূপ অতি মনোহর,
ত্রিভুবন মাঝে সদা চরে নিরন্তর ;
আর তব যেইরূপ পরম ভীষণ,
তাহে রক্ষ মোসবারে আর এ ভুবন।

খড়্গা শূল গদা আদি অস্ত্র যে সকল,
তব করপল্লবেতে করে ঝলমল ;
সেই সব দিয়া সর্ব্বদিকে রক্ষা কর,
দুর্গতিদলনি দুর্গে! দুর্গমে উদ্ধর ॥
এইরূপে দেবগণ স্তব সমাপিলা,
নন্দনকানন-পুষ্পে দেবীরে অর্চ্চিলা ;
সুগন্ধ চন্দন দিলা, ধূপ মনোহর,
ভক্তিভাবে পূজে সবে নতশিরোধর।
লইয়া দেবের পূজা করুণা বিতরি
প্রসাদসুমুখে বাক্য কহেন ঈশ্বরী।—
সুরসঙ্ঘ! তোমাদের স্তবের কারণ,
যারপর নাই প্রীত হইয়াছে মন।
বর মাগ তোমাদের যেবা মনে লয়,
এইক্ষণে দিব তাহা নাহিক সংশয় ॥
শুনি দেবীবাক্য, কহে যত ত্রিদিবেশ,
সব করিয়াছ দেবি! নাহি কিছু শেষ ;
বধেছ মহিষাসুর আমাদের অরি,
ইহা হ'তে প্রিয় কিবা আছে মহেশ্বরি!
তবু যদি বর দিবে এই বর চাই,
বিপদে স্মরিলে যেন সদা তোমা পাই।
আর যেই মর্ত্ত্য এই স্তবেতে তোমায়,
স্তবিবে তোমারে, শুভ করিবে তাহায় ;

ধন দার পুত্র লক্ষ্মী বাড়াইবে সদা;
সতত প্রসন্না হ'য়ে রহিবে অন্নদা ॥
এইরূপে দেবগণ নিজের কারণ,
আর জগতের জন্য করিলে সাধন;
হৃষ্টচিত্তে ভদ্রকালী তথাস্তু বলিয়া,
অন্তর্হিতা হইলেন রূপ লুকাইয়া ॥
এই কহিলাম নৃপ! পূর্ব্বে যে প্রকারে,
জনমিলা জগদম্বা জগতীমাঝারে—
সর্ব্ব-দেব-দেহ-তেজ হইতে; তারিণী
করিবারে হিত, জগত্রয়হিতৈষিণী।
পুনর্ব্বার, বধিবারে দুষ্ট দৈত্যগণ,
আর শুম্ভ নিশুম্ভের নিধন কারণ;
সৃষ্টি-রক্ষা আর দেব-হিত করিবারে,
গৌরীরূপে জনমিলা দেবী যে প্রকারে;—
সেই সব বিবরণ শুন মনুজেশ,
বিস্তারিয়া কব আমি তাহার বিশেষ ॥
সর্ব্বসুরসজ্ঞবন্দ্যা ভৈরবী অভয়া।
রোমাবতী প্রতি দেবী কর কিছু দয়া ॥

ইতি মহিষাসুরবধঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৩৬।৭৪০ ॥

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে ছিল নষ্টমতি,
পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে দুই দৈত্যপতি।
মদবলে হ'য়েছিল ত্রিলোকের প্রভু,
নাহি দিত যজ্ঞভাগ দেবগণে কভু।
দিবাকর নিশাকর কুবের পবন,
কৃতান্ত বরুণদেব আর হুতাশন;
এ সব দেবের কার্য্য নিয়াছিল কেড়ে,
স্বর্গ হ'তে সুরবর্গে দিয়াছিল তেড়ে।
পরাজিত ভ্রষ্টরাজ্য অমরনিকর,
হৃত-অধিকার হ'য়ে হইলা কাঁফর;
স্মরিলা অপরাজিতা সকলে তখন,
কহিতে লাগিলা মনে করিয়া চিন্তন।
তুমি আমাদের বর দিয়াছ জননি!
আপদ পড়িলে কোন, স্মরিব তখনি;
স্মৃতিমাত্রে আসিবে গো আমাদের পাশ,
সেইক্ষণে আপদের করিবে বিনাশ।
এই মনে করি তবে দেবতার গণ,
নগরাজ হিমালয়ে করিলা গমন।
তথা গিয়া বিষ্ণুমায়া অম্বিকায়ে স্তব,
আরম্ভিলা যোড় করি স্বকরপল্লব॥
আমরা সকলে তব পাদপদ্ম সেবি,
তুমিই প্রকৃতি, তুমি দেবী মহাদেবী।

শিবা ভদ্রা রৌদ্রা তুমি, নিত্যা গৌরী আর,
ইন্দুরূপা জ্যোৎস্না, ধাত্রী তুমি সারাৎসার।
কোটি কোটি প্রণিপাত দেবি! তব পদে,
সুখা, বৃদ্ধি, সিদ্ধি তুমি, উদ্ধার বিপদে।
কল্যাণী, নৈর্ঋতী, তুমি রাজশ্রীরূপিণী,
দুর্গা, দুর্গপারা, সারা, সকলকারিণী।
খ্যাতি, কৃষ্ণা, ধূম্রা তুমি, কৃতি তুমি দেবী,
শর্ব্বাণি! তোমার পদ সদা মোরা সেবি।
অতিসৌম্যা, অতিরৌদ্রা, কত কব নাম,
জগৎপ্রতিষ্ঠা, তুমি তোমারে প্রণাম।
সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়ারূপে স্থিতি যাঁর,
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ চরণে তাঁহার।
সর্ব্বভূতে যেই দেবী চেতনারূপিণী,
বন্দি সদা মোরা সেই নগেন্দ্রনন্দিনী।
সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে বসতি যাঁহার,
তাঁহার চরণে করি শত নমস্কার।
সর্ব্বভূতে নিদ্রাকারা লোকে যাঁরে বলে,
অসংখ্য প্রণাম তাঁর চরণকমলে।
সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে সদা যাঁর বাস,
শ্রীচরণ সেবি মোরা হ'য়ে তাঁর দাস।
সর্ব্বভূতে যেই দেবী ছায়ার আকারে,
কোটি কোটি শতকোটি প্রণতি তাঁহারে।

সর্ব্বভূতে শক্তিরূপা যেই ভগবতী,
তাঁহার চরণপদ্মে শত শত নতি।
সর্ব্বভূতে যেই দেবী তৃষ্ণা-স্বরূপিণী,
শতবার বন্দি সেই ভবনিস্তারিণী।
সর্ব্বভূতে ক্ষান্তি বলি যাঁর নাম ধরে,
প্রণতি তাঁহারে করি কৃতাঞ্জলিকরে।
সর্ব্বভূতে জাতিরূপা যাঁরে সবে কয়,
প্রণত হইয়া বন্দি তাঁর পদদ্বয়।
সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতি যাঁর,
ভৃঙ্গ হই পদপদ্মে নিরন্তর তাঁর।
সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে যেই দেবী রন,
ভক্তিভাবে করি তাঁর চরণ-বন্দন।
সর্ব্বভূতে স্থিতি যাঁর শ্রদ্ধার আকারে,
তাঁহার চরণ রাখি হৃদয়মাঝারে।
সর্ব্বভূতে যাঁরে কান্তি বলিয়া বাখানে,
ভাবি তাঁর অঙ্ঘ্রি যুগ সদা সাবধানে।
সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপা যেই নারায়ণী,
তাঁর পদরেখা জানি শমন-শমনী।
সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে যাঁর বৃত্তি হয়,
করিলে তাঁহারে নতি অসিদ্ধ কি রয়?
সর্ব্বভূতে যাঁর নাম লোকে বলে স্মৃতি,
বন্দি তাঁর পদযুগ উৎপল-আকৃতি।

সর্ব্বভূতে অবস্থিতা দয়া যার নাম,
কোটি কোটি কোটি তাঁর চরণে প্রণাম।
সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থিতা যিনি,
প্রণতি তাঁহার পদে বিপদনাশিনী।
সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে যাঁর অবস্থিতি,
বন্দি তাঁর পদ রক্ত-রাজীব-দীধিতি।
সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে যে দেবীর বাস,
তাঁর পদরজঃ করে বিপদ বিনাশ।
সর্ব্বভূতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী যিনি,
বন্দি সেই ব্যাপ্তিদেবী সংসারব্যাপিনী।
চিতিরূপে যিনি স্থিতা ব্যাপিয়া ভুবনে,
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ তাঁহার চরণে॥

অভীষ্টলাভের হেতু, দেবতানিকরে,
আর দেবপতি পূজে কৃতাঞ্জলিকরে;
পূজিতা হইয়া দেবী করুন কল্যাণ,
নাশুন অশুভচয়ে কৃপার নিধান।
সম্প্রতি উদ্ধত দৈত্য দিতেছে যন্ত্রণা,
তাপিত হইয়া মোরা করি আরাধনা;
স্মরিতেছি তব পদ নোয়াইয়া শির,
আসিয়া আপদ নাশো হয়েছি অস্থির॥

(অবধান কর নৃপ !) যেইখানে সবে,
সাধেন অমরগণ এইরূপ স্তবে;

সেই স্থান দিয়া স্নান করিবার ছলে,
চলিলেন শৈলসুতা জাহ্নবীর জলে।
দেখি সুরগণে শুদ্ধ করিলা জিজ্ঞাসা,
কার স্তব করিতেছ, কহ সত্য ভাষা?
তাঁহারি শরীরকোষ হইতে অমনি,
সমুদ্ভূতা হ'য়ে শিবা কহেন আপনি;
মোর স্তব করিতেছে এই সুরচয়,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ হ'তে পাইয়াছে ভয়;
হইয়াছে পরাজিত স্বর্গ হ'তে দূর,
তাই মোরে স্তব করে নাশিতে অসুর
 সেই নগনন্দিনীর দেহকোষ হ'তে,
জন্মিলেন জগদম্বা যেহেতু জগতে;
সেই হেতু ভক্তিভাবে নিখিলভুবনে,
কৌষিকী বলিয়া তাঁরে ডাকে সর্ব্বজনে।
কৌষিকী নির্গতা হ'লে দেবী শৈলসুতা,
হইলেন কৃষ্ণবর্ণা পরম অদ্ভুতা;
এই হেতু হিমালয়-কৃতালয়া তাঁরে,
কালিকা বলিয়া ঘোষে সকল সংসারে॥
 অনন্তর মনোহর ধরিয়া আকার,
বসিলেন জগদম্বা মোহিয়া সংসার।
 ই কালে দেখে তাঁরে চণ্ড আর মুণ্ড,
শুম্ভ-নিশুম্ভের দূত কলহের কুণ্ড।

দেখি নিজ প্রভুপাশে সত্বরে যাইল,
শুভ নৃপে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল।
কি দেখিনু মহারাজ! তুহিন-অচলে,
হেন রূপরাশি আর নাহিক ভূতলে।
কে জানে সে কার নারী, কেমন ললনা,
আলো করিয়াছে শৈল মরালগমনা।
কাহার রমণী তাহা জানিয়া বিশেষে,
গ্রহণ করহ সেই সুন্দরীর শেষে।
রমণীরতন সেই কি কহিব আর,
চারিদিকে নিকলিছে অঙ্গ-আভা তার।
চারু-অবয়বা দেবী রহেছে বসিয়ে,
ত্বরা করি দৈত্যরাজ এস দেখসিয়ে।
গজ অশ্ব আদি সর্ব্ব মাণিক্য রতন,
সকলি তোমার গৃহে শোভিছে এখন।
ঐরাবত গজরত্ন, উচ্চৈঃশ্রবা হয়,
আর পারিজাত তরু, হৈতে হরিহয়—
আনিয়াছ; মহারাজ! অঙ্গনে তোমার,
শোভিতেছে হংসযুত বিমান ব্রহ্মার।
আনিয়াছ মহাপদ্ম কুবেরের নিধি,
অম্লানপঙ্কজা মালা দিয়াছে বারিধি।
বরুণের স্বর্ণচ্ছত্র তোমারি আলয়ে,
প্রজাপতি-রথবর আনিয়াছ জয়ে।

হয়েছে মৃত্যুর শক্তি উৎক্রান্তিদা নামে,
পাশি-পাশ তব ভ্রাতা হ'য়েছে সংগ্রামে।
জন্মিয়াছে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন রত্নাকরে,
সেই সব তব ভ্রাতা নিশুম্ভের ঘরে।
অনল, যুগলবাস দিয়াছে তোমারে,
অগ্নিশৌচ নামে, রহে তোমার আগারে।
এইরূপে, যত রত্ন আছে ভূমণ্ডলে,
সমুদায়, মহারাজ! আনিয়াছ বলে।
তবে কেন হেন নারীরত্ন আনয়নে,
নাহি করিতেছ যত্ন তাই ভাবি মনে।
শুনি চণ্ডমুণ্ড-বাক্য শুম্ভ নরপতি,
দেবীর সকাশে পাঠাইল শীঘ্রগতি—
দূত এক; সুগ্রীব তাহারে সবে কয়,
বলি দিল তারে যাহা বলিবারে হয়।
এই এই বলো তারে আমার কথায়,
প্রীতমনে যাহাতে সে আইসে ত্বরায়॥
শুনি দূত গেল সেই রম্য শৈলদেশে,
যেখানে ছিলেন দেবী মনোহরবেশে।
বচনের পরিপাটী ধরিয়া যতনে,
কহিতে লাগিল তাঁরে কোমল বচনে।
দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রৈলোক্য-অধিপ,
তাঁর দূত আমি,—তব এসেছি সমীপ;

যক্ষ রক্ষঃ কিন্নরাদি দেবযোনি যত,
যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি বহে অবিরত;
সর্ব্বদেবে যিনি জয় করেছেন রণে,
তাঁর কথা সুবদনে! শুনহ শ্রবণে।
—"সমস্ত ত্রিলোক আর অমরনিকর,
রহিয়াছে মম বশে হ'য়ে আজ্ঞাকর।
যজ্ঞভাগ কেহ নাহি পায় ভূমণ্ডলে,
সমস্তই আমি ভোগ করি কুতূহলে।
ত্রিলোকের মাঝে যত রত্নরাজি আছে,
সমুদয় রহিয়াছে তাহা মোর কাছে।
ঐরাবত গজরত্ন আমারি ভবনে,
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বরত্ন মম নিকেতনে:
ক্ষীরোদমন্থনকালে সলিল-উত্থিত;
এত দিন দেবেন্দ্রেরে ইহারা বহিত;
এখন অমরগণ প্রণমিয়া পায়,
ইহাদিগে সমর্পিয়া গিয়াছে আমায়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ-লোকে অবস্থিত,
যে যে বস্তু রত্ন বলি সংসারে বিদিত;
সেই সমুদয় রত্ন আমার ভবনে
শোভিতেছে; শশধরসদৃশবদনে।
তোমারেও দেখি দেবি! লাবণ্যের ভূমি,
বুঝিয়াছি সংসারেতে নারীরত্ন তুমি।

অতএব আমাদিগে ভজ সুলোচনে!
আমরাই রত্নভুজ নিখিল ভুবনে।
আমারেই ভজ দেবি! অথবা আমার
অনুজ নিশুম্ভে ভজ বিক্রম-আধার।
পাইবে পরম সুখ আমার আবাসে,
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ হ'বে অনায়াসে।
এই সব সুখ মনে ভাবিয়া যুবতি!
মম প্রিয়তমা পত্নী হও শীঘ্রগতি॥
শুনি দূতবাক্য দেবী হাসিয়া অন্তরে,
জগতধারিণী দুর্গা ক'ন মধুস্বরে।
সত্য কহিয়াছ দূত! মিথ্যা নহে কথা,
ত্রিভুবনপতি শুম্ভ, নিশুম্ভও তথা।
কিন্তু নারীজাতি আমি অল্পবুদ্ধি হই,
করেছি প্রতিজ্ঞা এক শুন তাহা কই।
—"যে মোরে করিবে জয় সমরকৌশলে,
যে আমার দর্প চূর্ণ করিবেক বলে;
যেই মোর প্রতিপক্ষ হইবে সর্ব্বথা,
সেই মোর হ'বে ভর্ত্তা নাহিক অন্যথা।"
এই ত প্রতিজ্ঞা আমি করেছি তখন,
কেমনে অন্যথা তার করিব এখন।
অতএব নিশুম্ভ বা শুম্ভ দৈত্যরাজ,
আসুন এখানে, করি সমরের সাজ।

কাজ কি বিলম্বে আর, জিনিয়া আমারে,
সত্বরে ধরুন পাণি কি আর বিচারে ॥
এত গর্ব্ববাক্য শুনি কহে দূত দুখে,
মম অগ্রে হেন ব ক্য না আনিহ মুখে।
কে হেন পুরুষ ছে ত্রিলোক মাঝারে,
শুম্ভ-নিশুম্ভের অ গ্রে দাঁড়াইতে পারে ? ।
আর আর অসুরেরা যবে করে রণ,
না পারে তিষ্ঠিতে াহে দেবতার গণ।
তুমি তাহাদের অগ্রে একাকিনী নারী,
কেমনে রহিবে যুদ্ধে বুঝিতে না পারি ॥
ইন্দ্র আদি সর্ব্বদেব ত্রিদিবের প্রভু,
সহিতে যাদের রণ পারে নাই কভু;
সেই শুম্ভ আদি বীর ! তাদের সম্মুখে,
নারীজাতি তুমি দাঁড়াইবে কোন্ মুখে ?
অতএব মোর কথা রাখ সুবদনি !
শুম্ভ-নিশুম্ভের পার্শ্বে চলহ এখনি।
বিনয়েতে যাও যদি রহিবে গৌরবে,
কী ধরে ল'য়ে গেলে, সেকি ভাল হবে ?
শুনিয়া কহেন দেবী, বটে এইরূপ,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ সম নাহি বীর ভূপ।
কি করিব বল, আপে না বুঝিয়া মনে,
প্রতিজ্ঞা করেছি, তাহা লঙ্ঘিব কেমনে ?

অতএব তুমি তব প্রভুপাশে যাও,
মোর কথা সমুদয় তাঁহারে জানাও।
শুনিয়া অসুররাজ প্রতিজ্ঞা-কাহিনী,
যাহা বুঝিবেন যুক্ত, করিবেন তিনি॥
শুম্ভ-দূত-সম্ভাষিণী অর্পণা অন্নদা।
শ্রীসত্যচরণে কৃপা রাখিও সর্ব্বদা॥

ইতি দেব্যা দূতসংবাদঃ॥ ২২৪।১৬৪॥

শুনিয়া দেবীর বাক্য ক্রোধে দূত ধায়,
সবিস্তরে কহে গিয়া দানবরাজায়।
দূতের মুখেতে শুনি সেরূপ বচন,
ক্রোধে কম্পমানতনু অরুণলোচন—
দৈত্যরাজ কহে ডাকি আপন সমীপে,
ধূম্রলোচনাভিধের সেনার অধিপে।
বীর ধূম্রলোচন হে! ত্বরাবান্ হও,
যত সৈন্য আছে তব সঙ্গে করি লও;
আন সেই দুষ্টানারী মম সন্নিধানে,
বলে আকর্ষিয়া কেশে, চূর্ণ করি মানে;
তাহার রক্ষার হেতু যদি অগ্রসর
হয় কেহ, তার সনে করিবে সমর;

অমর গন্ধর্ব্ব যক্ষ যেবা সেই হয়,
তাহারে করিবে বধ কহিনু নিশ্চয়॥
আজ্ঞা পেয়ে সেনাপতি ত্বরা করি যায়,
যাইট্‌ সহস্র সেনা সঙ্গে তার ধায়।
দেখিয়া দেবীরে বীর তুহিন অচলে,
গর্ব্বিতবচনে তাঁরে উচ্চস্বরে বলে।
চল শুম্ভ নিশুম্ভের পাশ সুবদনি!
নহিলে তোমার কেশ ধরিব এখনি।
বলে আকর্ষিয়া ল'য়ে যাইব তথায়,
কারো সাধ্য না হইবে রাখিতে তোমায়।
দেবী কহিলেন, তুমি বল-সমন্বিত,
বহুবল-পরিবৃত, রাজার প্রেরিত;
বলে ল'য়ে যদি মোরে যাও তুমি বীর!
কি করিতে পারি আমি দুর্ব্বলশরীর॥
এই বাক্য শুনি দৈত্যাধীশ ধূম্রলোচন,
দেবীরে ধরিতে ধায় করিয়া গর্জ্জন।
দেখি দেবী নিকটে আসিতে দুরাত্মারে,
কেবল হুঙ্কারে ভস্ম করিলেন তারে।
অনন্তর মহাকোপে দৈত্যসেনাগণ,
দেবীর উপরে করে শর বরিষণ।
তীক্ষ্ণ শক্তি পরশ্বধ ক্ষেপিতে লাগিল,
দেখিয়া দেবীর সিংহ বড়ই কুপিল;

ফুলাইয়া জটাভার করি ভীম নাদ,
অসুরের সেনামাঝে করিল প্রমাদ।
মধ্যে পড়ি কাহারেও চপেট প্রহারে,
বদন-আঘাতে কারো পরাণ সংহারে।
অধরে চাপিয়া মারে কোন মহাসুরে,
নখে চিরি পেট কারো ফেলে দেয় দূরে।
করাঘাতে কারো শির বাহু পাড়ে ভূমে,
কাহারো রুধিরপান করে মহাধুমে।
এইরূপে ক্ষণমধ্যে দেবীর বাহন,
মহাকোপে বিনাশিল সেই সেনাগণ॥

দেবী করেছেন বধ ধূম্রলোচনের,
পড়িয়াছে সৈন্য; যুদ্ধে তাঁহার সিংহের ;—
শুনিয়া কুপিল শুম্ভ দৈত্য-অধিপতি,
কাঁপিল অধর, ভীম হইল মূরতি।
আজ্ঞা দিল চণ্ড মুণ্ডে ডাকিয়া তখন,
সঙ্গে দিয়া তাহাদের সৈন্য অগণন।
যাও চণ্ড! যাও মুণ্ড! ত্বরাকরি যাও,
সেই দুষ্টা রমণীরে শীঘ্র আনি দাও।
কেশে ধরি ল'য়ে এস, অথবা বাঁধিয়া,
সুবিধা না বোঝ যদি, ফেলো বিনাশিয়া।
নানাবিধ অস্ত্র আছে তোমাদের সঙ্গে,
তাহা দিয়া সকলেতে বধ তারে রঙ্গে।

তারে বধ করি, তার কেশরীরে পরে,
আন অম্বিকার শব আমার গোচরে॥
ধূম্রলোচনের বধ-কারিণী শঙ্করী ?
শাকম্ভরী-সুখ রক্ষ দেবী শাকম্ভরী॥
ইতি শুম্ভনিশুম্ভ-সেনানী-ধূম্রলোচনবধঃ॥ ৫৮।১০৩৪২।

আজ্ঞা পেয়ে চণ্ডমুণ্ড আদি দৈত্যগণ,
চতুরঙ্গ বল সঙ্গে করিল গমন।
দেখিল দেবীরে তারা মৃগেন্দ্র উপরে,
কাঞ্চন-অচল শৃঙ্গে, হাস্য বিম্বাধরে।
দেখিয়াই ধরিবারে ধাইল সকলে,
খড়্গ ধনু আদি অস্ত্র ধরি করতলে।
শত্রুসঙ্ঘে দেখি দেবী কুপিলা তখন,
কোপেতে হইল মুখ মসীর বরণ।
ভ্রূকুটীকুটিল হৈল ললাটের কালী,
তাহা হ'তে বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন কালী—
করালবদনা ঘোরা মুণ্ডমালা গলে,
খট্টাঙ্গ ও অসিপাশ ধরা করতলে;
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, অতীব ভীষণা,
শুষ্কমাংসা লোলজিহ্বা বিস্তৃতবদনা
কোটরে নয়ন দুটি রুধিরবরণ,
ঘোরনাদে পূরিয়াছে ধরণি গগন।

বেগে ধেয়ে যান দেবী অসুরমণ্ডলে,
কারে বা মারেন কারে খান কুতূহলে ;
নিষাদী মাহুত ঘণ্টা সহিত বারণে,
এক হাতে ধরি ধরি ফেলেন বদনে।
এইরূপে সাদী সহ তুরঙ্গ নিকর,
সারথি সহিতে ধরি রথ তুঙ্গতর—
বিশাল বদন মধ্যে ফেলিয়া সঘনে,
করেন চর্ব্বণ চণ্ডী বিকট দশনে।
কেশে ধরি কাহারেও, গ্রীবায় অপরে,
বক্ষে ও চরণে অন্যে নাশেন সমরে।
হানে বহু অস্ত্র শস্ত্র শত্রুরা যেমনি,
সে সব দশনে চূর্ণ করেন তখনি।
মহাবীর অসুরের সমুদয় বল,
দেবীর মর্দ্দনে শীঘ্র গেল রসাতল।
খাইলেন দেবী কত বড় বড় বীর,
তাড়নে হইল কত বীর চীর চীর।
খড়্গাঘাতে কোন বীর ত্যজে কলেবর,
খট্টাঙ্গপ্রহারে কেহ যায় যমঘর।
ভীষণ দশনে বিদ্ধ হ'য়ে কোন বীর,
আর্ত্তনাদ সহকারে ত্যজিল শরীর॥
এইরূপে সেই মহাসুর সৈন্যগণ,
ক্ষণকাল মধ্যে সবে পাইল নিধন।

দেখি চণ্ড ক্রুত হ'য়ে আক্রম করিল,
কালীর উপর শর-বৃষ্টি আরম্ভিল ।
ভীমাঙ্গীরে চণ্ড আচ্ছাদিল শরে শরে,
চক্রক্ষেপে মুণ্ডবীর সেইরূপ করে ।
প্রবেশে অসংখ্য চক্র কালীর বদনে,
বহু সূর্য্যবিম্ব যেন পশে নব ঘনে ।
অনন্তর অতিরোষে হাসিলা কালিকা,
ভৈরবনাদিনী ভীমা ভূভারহারিকা ।
হাস্যের ছটায় বক্ত্র হইল করাল,
নির্গমে দুর্দ্দর্শ দন্ত হ'তে রশ্মিজাল ।
আরোহিয়া মহাসিংহে কালিকা তখন,
চণ্ডেরে ধরিতে ধেয়ে করেন গমন ।
কেশেতে ধরিয়া ছুটে, অসির প্রহারে,
করিলেন ছিন্নশিরা দেবী একেবারে ।
দেখি নিপাতিত চণ্ডে, মুণ্ড ধেয়ে এল,
খড়্গাঘাতে তাহারও মুণ্ড কাটা গেল ॥
হত দেখি চণ্ড মুণ্ড দুই বীরবরে,
হতশেষ সেনাগণ কেঁপে গেল ডরে ।
মহা কোলাহল করি সমস্ত অসুর,
চারিদিকে পলাইল হ'য়ে ভয়াতুর ।
চণ্ডমুণ্ড-মুণ্ড লয় কালি । তখন,
চণ্ডিকার সন্নিধানে করিলা গমন ।

অট্টহাস্যে আস্য তাঁর হইল ভীষণ,
চণ্ডিকারে সম্বোধিয়া কহেন বচন।
'আমি তব সন্নিধানে উপহার দেই,
চণ্ড মুণ্ড নামে মহা-পশু দুই এই।
নিজে তুমি যুদ্ধযজ্ঞে করিবে সংহার,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই দানব দুর্বার।
নিকটে আনীত দেখি চণ্ডমুণ্ডবীরে,
কহিলা মধুরবাক্যে চণ্ডিকা কালীরে।
যেইহেতু চণ্ড আর মুণ্ড দৈত্যে নিয়া,
আনিয়াছ মম পাশে সমর জিনিয়া;
এই হেতু তব, দেবি! নিখিল ভুবনে,
চামুণ্ডা বলিয়া নাম ঘুষিবে সকলে॥
চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী মহেশমোহিনী।
পদে স্থল দিও মহা-মায়ারে তারিণী॥
ইতি চণ্ডমুণ্ডবধঃ সমাপ্তঃ॥ ৭২। ১০৯৪॥

চণ্ডমুণ্ড দুই বীর হত হ'লে পর,
বহুল অসুর সেনা গেলে যমঘর;—
অসুরাধিপতি শুম্ভ প্রবলপ্রতাপ,
করিল বিষম ক্রোধ করি বীরদাপ।
সমস্ত দিতির সুতে ডাকিয়া তখন;
আজ্ঞাদিল যুদ্ধসজ্জা করিতে রাজন্।—

অদ্য ষড়শীতিসংখ্য সেনা অধিপতি,
স্ববলে উদ্যতশস্ত্রে যা'ক্ শীঘ্রগতি।
চৌরাশী সেনানী কম্বুকুলে জাত যারা,
বলসহ সমস্তে নির্গত হোক তারা।
কোটিবীর্য্য কুলভব পঞ্চাশৎ বীর,
শতবীর ধৌম্রকুলে হউক বাহির।
কালক দৌহৃ্ত মৌর্য্য কালকের নামে,
সজ্জা করি ত্বরাত্বরি যাউক সংগ্রামে॥
এইরূপে আজ্ঞা দিয়া দানবের পতি,
শুম্ভ মহাবীর, যার অসীম শকতি;—
বাহির হইল হর্ষে করিবারে রণ,
কত শত সঙ্গে সেনা না হয় গণন।
দেখিয়া চণ্ডিকা সেই সৈন্য ভয়ঙ্কর,
পূরিলা জ্যাশব্দে মহী-গগন-অন্তর।
অনন্তর সিংহ কৈল নিনাদ গম্ভীর,
বাড়িল সে শব্দ ঘণ্টা স্বনে ঈশ্বরীর।
করালবদনা কালী ভীষণগর্জ্জনে,
পূরাইলা সর্ব্বদিক্-মুখ সেইক্ষণে।
তাঁর সে গভীরনাদ এমত বাড়িল,
মৌর্ব্বী-সিংহ-ঘণ্টা-রব সবে আচ্ছাদিল।
শুনি সেই ভীমনাদ অসুরের আলী,
একেবারে আক্রমিল দেবী, সিংহ, কালী!

এইকালে সুরশত্রুবিনাশ কারণ,
তথা সুরগণহিত করিতে সাধন,—
ব্রহ্মা রুদ্র গুহ বিষ্ণু আর মঘবার,
দেহ হ'তে বাহিরিল শক্তি দুর্নিবার।
অতিবলবীর্য্য সেই শক্তি সমুদয়,
সেই সেই রূপে চণ্ডী অনুগতা হয়।
যে দেবের যেই রূপ ভূষণ বাহন,
তাহা ল'য়ে যে দেবের শক্তি করে রণ।—
হংসরথে, জপমালা কমণ্ডলু করে,
আসিলা ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী সমরে।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী,
নাগের বলয় হস্তে সুধাংশুশোভিনী।
কৌমারী শকতিহস্তে ময়ূরবাহনে,
গুহরূপা জগদম্বা উপস্থিতা রণে।
আগতা বৈষ্ণবী শক্তি গরুড় উপরে,
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ খড়্গ ধরা করে।
হরির বরাহ রূপ বিদিত সংসারে,
আইলা তাঁহার শক্তি বরাহ আকারে।
নারসিংহী অর্দ্ধনর অর্দ্ধসিংহ রূপে,
উপস্থিতা, সটাঘাতে ঠেলি তারাস্তূপে।
বজ্রহস্তা ইন্দ্রশক্তি ঐরাবতস্থি ,
সহস্রনয়না আসি রণে উপ তা।

হ'য়ে পরিবৃত এই দেবশক্তিগণে,
ঈশান চণ্ডীয়ে কন, শুন সুবদনে!
অসুরের কুল সবে কর উন্মূলন,
ইহাতে আমার প্রীতি হইবে বর্দ্ধন।
পরে, দেবীদেহ হ'তে হইলা বাহির,
সহসা রমণী এক ভীষণশরীর;
চণ্ডিকার শক্তি তিনি, উগ্রা কলেবরে,
সঙ্গে শত শত শিবা ঘোরনাদ করে।
ধূম্রজটাজূটমাথে ঈশানে হেরিয়া,
কহিলেন সেই দেবী তাঁরে সম্বোধিয়া।
যাও অহে শিব! তুমি দূত হ'য়ে যাও,
আমার আদেশ শুম্ভ নিশুম্ভে জানাও।
বলো সেই গর্ব্বযুত দুষ্ট দৈত্যবরে,
আর যেই যেই সজ্জ আছে এ সময়ে;—
'দেবেন্দ্র, ত্রিলোক লাভ করুন এখন,
দেবতারা যজ্ঞহবি করুন ভোজন;
তোমরা পলাও সদ্যঃ পাতাল বিবরে,
বাঁচিতে বসনা যদি রাখহ অন্তরে।
অথবা বলের গর্ব্বে যদি বাঞ্ছ রণ,
তবে এস, মাংসে তৃপ্ত হোক শিবাগণ'।
শিবেরে করিয়া দূত শিবসীমন্তিনী,
শিবদূতী নামে খ্যাতা হইলেন তিনি॥

শিবমুখে সমাচার পাইয়া সকলে,
দানবের বর্গ ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
সজ্জিত হইয়া সবে সমরসজ্জায়,
যেইখানে কাত্যায়নী সেইখানে যায়।
প্রথমেই চণ্ডিকারে করি দরশন,
শর শক্তি ঋষ্টি তারা করে বরিষণ।
শূল চক্র পরশ্বধ আদি অস্ত্র যত,
দেবীর উপরে ফেলে তাহা অবিরত।
ক্রোধে দেবী করে ল'য়ে সায়ক কোদণ্ড,
করিলেন অনায়াসে তাহা খণ্ড খণ্ড।
সম্মুখে আসিয়া তাঁর কালী ভীমাননা,
ভ্রমেন সমরমাঝে করিয়া তাড়না;
শূলের আঘাতে কারো বিদারিয়া কায়,
কারো বা মর্দ্দিয়া দেহ খট্টাঙ্গের ঘায়।
রুষিয়া ব্রহ্মাণী শক্তি কমণ্ডলুজলে,
হতবীর্য্য করিলেন দানবের দলে।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলের, বৈষ্ণবী চক্রের,
কৌমারী শক্তির—ঘায়; দানবগণের—
বিনাশিলা প্রাণ;—বজ্রে ঐন্দ্রীর সকলে
বিদীর্ণ রুধিরবর্ষী পড়ে ভূমিতলে।
বারাহীর দংষ্ট্রা আর তুণ্ডের প্রহারে,
পড়িল অনেকে তথা চক্রের বিদারে।

ঘোরনাদে বসুমতী গগন পূরিয়া,
নারসিংহী রণমাঝে বেড়ান ঘুরিয়া ;
নখে বিদারিয়া কত মহাঽসুরগণ,
দশনে চর্ব্বিয়া সুখে করেন ভক্ষণ।
শিবদূতী, চণ্ড অট্ট-হাস্যে দৈত্যগণে
নাশিয়া, উদরমধ্যে ফেলেন সঘনে।
এইরূপে মাতৃগণ কুপিয়া আহবে,
করিলেন বিমর্দ্দন অসংখ্যদানবে—
বিবিধ উপায়ে ;—দেখি দৈত্যসেনাচয়,
চারি দিকে পলাইল পেয়ে মহাভয়॥
মাতৃগণ বিমর্দ্দনে পলায়নপর
দেখি দৈত্যগণে, তবে হৈল অগ্রসর—
মহাযোদ্ধা রক্তবীজ নামে সুবিদিত,
বিচিত্রবিক্রম বীর অদ্ভুতচরিত।
একবিন্দু রক্ত তার, স্পর্শিলে অবনি,
আর এক দৈত্য জন্মে তখনি অমনি ;
সেইরূপ বলবীর্য্য সেইরূপ কায়,
সেইরূপ রণমদে নাচিয়া বেড়ায়।
যোঝে সেই রক্তবীজ ইন্দ্রশক্তি সনে,
ভয়ঙ্কর গদাহাতে লোহিতনয়নে।
ঐন্দ্রী তাড়িলেন তারে অশনি আঘাতে,
প্রবল রক্তের ধারা বহিল তাহাতে ;

যাবন্ত রক্তের বিন্দু পড়িল ধরায়,
তাবন্ত জন্মিল বীর ভয়ঙ্করকায় ;
সেইরূপ বলবীর্য্য সেইরূপ দেহ,
যুঝিতে তাদের সহ নাহি পারে কেহ।
যুঝিতে লাগিল তারা সহ মাতৃগণ,
উগ্র অস্ত্র শস্ত্র সব করি বরিষণ।
পুনর্ব্বার বজ্রপাতে ঐন্দ্রী তার শির,
যেমন তাড়িলা,—বেগে বহিল রুধির ;
সহস্র সহস্র দৈত্য তাহে জনমিল,
তাহারাও ভয়ঙ্কর রণ আরম্ভিল।
ঐন্দ্রীর সমীপে দেখি সেই দৈত্যবরে,
ধাইলেন সেইভাগে বৈষ্ণবী সমরে।
লইয়া আপন চক্র আর গদা করে,
তাড়িলেন বেগে সেই দিতিসুতবরে।
বৈষ্ণবী করিলে তারে চক্রের আঘাত,
প্রবলধারায় তাহে হৈল রক্তপাত ;
সেই রক্তসমুদ্ভুত সুররিপুদল,
একেবারে আচ্ছাদিল সমস্ত ভূতল।
মাহেশ্বরী শূলে, খড়্গে বারাহী, কৌমারী
শক্তিতে, হানিলা বেগে লক্ষিয়া সুরারি।
তবে সেই রক্তবীজ কুপিয়া অন্তরে,
মারিতে ধাইল ভীম গদা ল'য়ে করে।

একে একে সকলেরে করিল প্রহার,
ক্রোধে মাতৃগণ অস্ত্র হানেন দুর্ব্বার।
শক্তি শূল আদি অস্ত্রে হইয়া আহত,
রক্তবীজদেহে রক্ত পড়ে অবিরত।
সেই রক্তে শত শত জন্মে মহাবীর,
ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে করিল অস্থির।
দেখিয়া অমরবৃন্দ পাইলেন ভয়,
ভাবিলেন এইবার মরণ নিশ্চয়॥

বিষণ্ণ দেখিয়া তবে দেবতার গণে,
কহিলেন কালিকারে দেবী সেইক্ষণে।
করহ চামুণ্ডে! তুমি বদনবিস্তার,
আমি রক্তবীজে করি শস্ত্রের প্রহার;
সেই শস্ত্রপাতে যত পড়িবে শোণিত,
জন্মিবে তাহাতে যত বীর অগণিত;
সেই সব রক্তবিন্দু আর বীরগণ,
বিস্তৃতবদনে তুমি করহ গ্রহণ।
রক্তবিন্দুসমুদ্ভুত অসুর সকলে,
ভক্ষণ করিয়া ভ্রম সংগ্রামের স্থলে।
এইরূপে সেই সব করিলে ভক্ষণ,
জন্মিবে না আর কোন অসুর ভীষণ।
এই বলি দেবী তাঁরে,—শূল ল'য়ে করে,
হানিলেন রক্তবীজ-শরীরে সত্বরে।

অমনি ধাইয়া কালী প্রসারিতমুখে,
রক্তবীজরক্তধারা ধরিলেন সুখে।
কুপিয়া চণ্ডীরে দৈত্য গদাঘাত কৈল,
তাহে তাঁর কিছুমাত্র ব্যথা নাহি হৈল।
আহত হইলে রক্ত-বীজের শরীর,
প্রবলপ্রবাহে তাহে বহিল রুধির;
জন্মিল বদনমধ্যে যেই দানবালী,
রক্তসহ সে সকলে খাইলেন কালী।
পরে দেবী হানিলেন শূল বজ্র বাণ,
অসি ঋষ্টি আদি শস্ত্র করিয়া সন্ধান;
শস্ত্রাঘাতে যত রক্ত পড়িল তাহার,
করিলেন সে সকল চামুণ্ডা সংহার।
পড়িল অবনিপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘ-ঘায়,
রক্তহীন রক্তবীজ দৈত্য ভীমকায়।
নিহত দেখিয়া তারে ত্রিদশের কুল,
পাইলেন মনোমাঝে আনন্দ অতুল।
অনন্তর দেবদেহজাত মাতৃগণ,
রক্ত মাখি আরম্ভিলা করিতে নর্ত্তন॥

রক্তবীজবিনাশিনী দুর্গা দয়াবতী।
দক্ষসুতা দিও দাক্ষায়ণীরে সুমতি॥

ইতি রক্তবীজবধঃ সমাপ্তঃ॥ ১৭৮। ১২৭২॥

শুনি রক্তবীজবধ সুরথ ভূপতি,
জিজ্ঞাসিলা মুনিবরে করিয়া বিনতি।
বিচিত্র আখ্যান এই দেবীর চরিত,
শুনিলাম ঋষি! রক্ত-বীজবধাশ্রিত।
আবার শুনিতে বাঞ্ছা, কি হইল পরে,
হত হ'লে রক্তবীজ দেবীর সমরে;
কি কর্ম্ম করিল শুম্ভ নিশুম্ভ তখন,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর মুনি করিয়া বর্ণন॥
কহিলেন ঋষি তবে শুনহ রাজন্!
জগতে অজেয় রক্ত-বীজের নিধন,—
আর অন্য বীরবধ শুনি মহাবীর,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ কোপে হইল অধীর।
হন্যমান মহাসৈন্য দেখি দৈত্যরাজ,
কোপে কম্পমান, ধরি সমরের সাজ—
ধাইল নিশুম্ভ বীর ভয়ঙ্করকায়,
প্রধান অসুর সেনা সঙ্গে তার ধায়।
অগ্রে পৃষ্ঠে তথা পার্শ্বে যায় দৈত্যগণ,
দশনে অধর, রোষে, করিয়া দংশন।
মহাকোপে কম্পমান-শরীর সকলে,
দেবীরে নাশিতে উপস্থিত রণস্থলে।
বাহিরিল মহাবীর্য্য শুম্ভ দৈত্যপতি,
নিজবলপরিবৃত কোপাকুলমতি।

মাতৃগণ সহ বীর করিয়া সমর,
বিনাশিতে চণ্ডিকারে হৈল অগ্রসর।
বাধিল তুমুল রণ দেবীর সহিতে,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই বীরের সহিতে।
যেমন তুমুল বৃষ্টি করে জলধরে,
সেইরূপ শরবৃষ্টি হয় পরস্পরে।
দুই দৈত্য হানে শর করিয়া সন্ধান,
কাটেন চণ্ডিকা তাহা হানি নিজ বাণ।
তাড়না করেন দুই দানবের অঙ্গে,
মহাবেগে নিজ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষি রঙ্গে ॥

লইয়া নিশুম্ভ হস্তে দীপ্যমান ঢাল,
নীলনভঃসমতেজ আর করবাল ;—
দেবীর বাহন সিংহে দেখিয়া সত্বরে,
প্রহারিল খড়্গ তার মস্তক উপরে।
সিংহেরে তাড়িত দেখি দেবী ত্রিনয়নী,
কাটিলেন ক্ষুরপ্রান্তে সবেগে তখনি—
নিশুম্ভের অসি, আর চর্ম্ম সুবিমল,
অষ্টসংখ্য চন্দ্র যাহে করে ঝল মল।
ছিন্ন দেখি খড়্গচর্ম্ম রুষিল অসুর,
নিক্ষেপিল শক্তি এক ভীষণ ভাসুর।
অভিমুখে সমাগতা শক্তিরে হেরিয়া,
দ্বিধা করিলেন তারে চণ্ডী চক্র দিয়া।

ধরিল নিশুম্ভ কোপে শূল এক তুর্ণ,
মুষ্টিপাতে দেবী তারে করিলেন চূর্ণ।
ভ্রামিত করিয়া গদা তবে দৈত্যবর,
নিক্ষেপিল বেগে তাহা চণ্ডীর উপর।
তাহা দেখি হানিলেন ত্রিশূল অন্নদা,
ত্রিশূলে হইয়া ভিন্ন ভস্ম হৈল গদা।
অনন্তর দৈত্য, এক পরশু লইয়া,
আসিতে লাগিল চণ্ডী-সমীপে ধাইয়া।
বাণে বাণে দেবী তারে করিলা জর্জ্জর,
পড়িল চেতনাহীন ভূমে দৈত্যবর॥
ভীষণবিক্রম ভূমে পড়িলে নিশুম্ভ,
ধাইল নাশিতে কোপে অম্বিকারে শুম্ভ।
রথের উপরে উঠি উন্নতশরীর,
পরম আয়ুধ সব ধরিল প্রবীর;
অনুপম অষ্টভুজে ব্যাপে নভ ল,
নানা অলঙ্কার তাহে করে ঝলমল।
নিকটে আসিতে তারে দেখিয়া পার্ব্বতী,
ঘোররবে বাজালেন শঙ্খ শীঘ্রগতি।
ধনুকের গুণশব্দ করিলেন তুর্ণ,
ঘণ্টাস্বনে দিগন্তর হৈল পরিপূর্ণ।
মহাঘোর ঘণ্টারব শুনি দৈত্যকুল,
হারাইল নিজতেজ, হইয়া আকুল।

অনন্তর মহাসিংহ করে ভীমনাদ,
শুনিয়া গজের যূথে গণিল প্রমাদ।
সেই ভয়ঙ্কর শব্দ নিতান্ত কর্কশ,
ছাইল গগন, পৃথ্বী আর দিক্ দশ।
বেগেতে উঠিয়া কালী গগনমণ্ডলে,
ভীম করাঘাত, কোপে করিলা ভূতলে।
সেই কালীকিয়শব্দ এমন বাড়িল,
মৌর্ব্বী-সিংহ-ঘণ্টা-রব সবে আচ্ছাদিল।
ভীষণ অশিব শিব-দূতী-অট্টহাসে,
অসুর বাহিনীগণ কম্পমান ত্রাসে।
মহাক্রুদ্ধ দেখি শুম্ভে দেবী বারে বারে,
'দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ' কহেন তাহারে।
এই শব্দ দেবীমুখে হৈল যেইক্ষণে,
জয় জয় শব্দ দেবে করিয়া গগনে।
বেগে ধেয়ে আসি শুম্ভ শক্তি নিক্ষেপিল,
ভীষণ জ্বালায় তার দিগন্ত পুরিল;
বহ্নিরাশিসম শক্তি বায়ুবেগে ধায়,
তারে নিরাসিল দেবী-শক্তি-মহোল্কায়।
শুম্ভসিংহনাদে ব্যস্ত হৈল ত্রিভুবন,
সেই কালে হৈল ঘোর নির্ঘাতনিস্বন।
শরেতে কাটেন দেবী শুম্ভমুক্ত বাণ,
দেবীবাণ শুম্ভ কাটি করে খান খান।

কোপে শূল ল'য়ে চণ্ডী হানিলেন তায়,
মূর্চ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল ধরায়।
অনন্তর সংজ্ঞা পেয়ে নিশুম্ভ উঠিল,
ধনুর্ব্বাণ ধরি হস্তে যুদ্ধ আরম্ভিল।
ছাড়ি বীর মুহুর্ম্মুহুঃ শর খরতর,
দেবী, কালী, কেসরীরে করিল অর্জ্জর
করিয়া অযুত বাহু দনুজ-ঈশ্বর,
চক্র দিয়া চণ্ডিকারে ছাইল সত্বর।
দুর্গার্ত্তিনাশিনী দুর্গা কুপিত অন্তরে,
বাণে কাটিলেন সেই চক্র আর শরে।
গদা ল'য়ে সৈন্যসহ, নিশুম্ভ সুরারি,
চণ্ডিকারে বধিবারে হৈল অগ্রসারী।
সবেগে আসিতে দৈত্যে দেখিয়া অন্নদা,
শিতধার খড়্গে তার কাটিলেন গদা।
অমনি ধরিল শূল অমর-অর্দ্দন,
শূলহস্তে অম্বিকারে করিল তাড়ন।
অম্বিকাও মহাশূল ল'য়ে করতলে,
বেগে বিঁধিলেন সুর-শত্রু উরস্থলে।
শূলবিদ্ধ অসুরের হৃদয় হইতে,
নিঃসৃত হইল এক বীর আচম্বিতে—
মহাবল মহাবীর্য্য দৈত্য, ভীমঘোষে
'তিষ্ঠ' বলি অম্বিকারে রোধিল সরোষে।

খড়্গ ল'য়ে দেবী, দৈত্য না হ'তে বাহির,
অট্টহাস হাসি তার কাটিলেন শির।
পড়িল ভূমিতে দৈত্য ভয়ঙ্করকায়,
সিংহ গিয়া সৈন্যমাঝে কুদিয়া বেড়ায়।
ভীষণ দশনে চূর্ণ করি শিরোধর,
খাইল অনেক দৈত্য কেশরি-প্রবর।
এইরূপে শিবদূতী আর কালী ভীমা,
খাইলেন কত দৈত্য নাই তার সীমা।
হানেন শক্তির ঘায় কৌমারী অসুরে,
পলাইল বহু দৈত্য তাহে অতি দূরে।
ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত কমণ্ডলু জলে,
হতবীর্য্য হ'য়ে অস্তে পড়িল ভূতলে।
মাহেশ্বরীত্রিশূলের আঘাতে, অপরে
পড়িল পৃথিবীতলে ভিন্নকলেবরে।
বারাহীর তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃতকায়,
কত যে পড়িল, সংখ্যা করা নাহি যায়।
বৈষ্ণবীর চক্রে খণ্ড খণ্ড হৈল কত,
ঐন্দ্রীর কুলিশে কত হইল নিহত।
এইরূপে বহুদৈত্য নিহত হইল,
রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে কত পলাইল।
মহাকালী শিবদূতী আর পঞ্চানন,
কত যে খাইলা তাহা না হয় গণন॥

হিমনন্দিনীর দুঃখ হর হরজায়া।
বিনোদিনী-সুখ রক্ষ দেবী মহামায়া॥
ইতি নিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ॥১৩২। ১৪০৪॥

প্রাণসম সহোদরে দেখিয়া নিহত
আর মহাসৈন্যগণে; রণমদোদ্ধত—
মহাকোপে শুম্ভবীর হৈল অগ্রসর,
কহিল চণ্ডীরে ডাকি মহাধনুর্দ্ধর।
তুমি দুর্গে দুষ্টশীলে! কিবা কর গর্ব্ব,
এখনি তোমার গর্ব্ব করিতেছি খর্ব্ব।
অপরের ব৺ ল'য়ে করিতেছ ভান,
বৃথা পরাক্রম ব, বৃথা অভিমান।
শুনিয়া তাহার নী নিশুম্ভঘাতিনী,
কহিলেন কাত্যায়নী কলুষহারিণী।
ত্রিজগৎমাঝে আমি একাকিনী রই,
অপরা দ্বিতীয়া আমা ছাড়া আছে কই?
আমারি বিভূতি এরা ছিল রণাজিরে,
এই দেখ প্রবেশিল আমারি শরীরে;
বলিতে বলিতে সেই শক্তি সমুদয়,
দেবীর শরীরে সবে পাইলেন লয়;
ব্রহ্মাণী প্রভৃতি কেহ না র। রণে,
একাকিনী জগদম্বা হৈলা সেইক্ষণে।

কহিলা শুম্ভেরে ডাকি শুন দৈত্যেশ্বর,
বিভূতির বলে হয় রূপ বহুতর ;
এই দেখ ছিনু আমি বহুলরূপিণী,
এবে সংহারিনু শক্তি, হৈনু একাকিনী।
দেখি এর কত বল, মোর বল সও,
একা আমি, তবু মোর রণে স্থির রও॥
অনন্তর মহাযুদ্ধ বিষম ভীষণ,
দেবী আর শুম্ভ দৈত্যে বাধিল তখন।
দেবতার গণ আর অসুরের দল,
তাকাইয়া রহে সবে হইয়া বিহ্বল।
শাণিত শরের বৃষ্টি হয় অবিরত,
কৃতান্তসোদর অস্ত্র শস্ত্র পড়ে কত।
নাহিক নিবৃত্ত, হয় তুমুল সংগ্রাম,
দেখি ভয়ে সর্ব্বলোক কাঁপে অবিরাম।
হানেন অম্বিকা দিব্য যেই সব বাণ,
শুম্ভ তাহা নিজ শস্ত্রে করে খান খান।
ভীষণ হুঙ্কারে, দিব্য শুম্ভমুক্ত বাণ
অনায়াসে জগদম্বা করেন নির্ব্বাণ।
অনন্তর শরবৃষ্টি করিয়া প্রচুর,
আচ্ছাদিল চণ্ডিকারে সেই মহাসুর।
কুপিতা হইয়া চণ্ডী ল'য়ে শর চণ্ড,
কাটিলেন শুম্ভধনুঃ করি খণ্ড খণ্ড

ছিন্ন দেখি ধনুঃ, দৈত্য শক্তি নৈল হাতে,
কাটিলেন তাহা দেবী চক্রের আঘাতে।
তবে খড়্গ আর চর্ম্ম চন্দ্রক-সুন্দর,
ল'য়ে আক্রমিল বীর দেবীর উপর।
নিকটে না পঁহুছিতে, দেবী শিত শিরে,
সেই খড়্গ চর্ম্ম তার কাটিলা সত্বরে।
কাটা গেলে ধনুঃ অশ্ব সারথি ; দানব
মুদ্গর লইল হস্তে করিতে আহব,
চণ্ডিকারে বধিবারে ধায় অনিবার,
বাণে দেবী করিলেন মুদ্গর সংহার।
মুদ্গর হইলে ছিন্ন তবু দৈত্যেশ্বর,
মুষ্টি উদ্যমিয়া বেগে ধাইল সত্বর।
করিল দেবীর বক্ষে ঘোর মুষ্টিপাত,
দেবীও করিলা তারে চপেট-আঘাত।
বক্ষে অভিহত হ'য়ে চপেটের ঘায়,
ঘুরিয়া পড়িল দৈত্য অমনি ধরায়।
সহসা উঠিয়া পুনঃ, দেবীরে ধরিয়া,
গগনে উঠিল বীর বেগে লম্ফ দিয়া।
সেখানেও নিরাধারা যোঝেন শঙ্করী,
হইল তুমুল রণ গগন উপরি।
দেবী দৈত্যে বাহুযুদ্ধ দেখিয়া ভীষণ,
বিস্মিত হইলা সর্ব্ব সিদ্ধ মুনিগণ।

এইরূপে বহুক্ষণ করিয়া সমর,
ধরিলা অম্বিকা বেগে দৈত্যকলেবর;
তুলিয়া উপরিভাগে ঘুরাইয়া বলে,
আছাড়িলা জগদম্বা বসুমতীতলে।
ক্ষিপ্ত হ'য়ে মহীতলে তখনি উঠিয়া,
কোপে কম্পমান দৈত্য মুষ্টি উদ্যমিয়া-
সম্মুখে ধাইল দুষ্ট, বেগ দুর্নিবার!
একেবারে চণ্ডিকারে করিতে সংহার।
আসিতে দেখিয়া সেই দৈত্যজনেশ্বরে,
ভয়ঙ্কর শূল দেবী লইলেন করে;
বেগে তার বক্ষস্থলে হানিলেন শূল,
পড়িল অসুর যেন তরু ছিন্নমূল।
শূলক্ষত হ'য়ে বক্ষে হারাইয়া প্রাণ,
পড়িল মহীতে যবে দানব প্রধান—
কাঁপিল সকল ভূমি, কাঁপিল সাগর,
কাঁপিল সকল দ্বীপ, আর ধরাধর॥

হইলে নিহত দৈত্য, জগতমণ্ডল
হইল নিডর, নভঃ হইল নির্ম্মল;
উৎপাতের মেঘ যত উল্কার সহিতে
ছিল, তারা শান্তিলাভ করিল ত্বরিতে
বিপথগামিনী যত ছিল শৈবলিনী,
এখন হইল তারা স্বপথবাহিনী।

নিহত দেখিয়া তারে অমরের গণ,
আনন্দসাগরে সবে হইলা মগন।
গন্ধর্ব্বেরা কেহ বাদ্য করে হর্ষভরে,
ললিত সঙ্গীত কেহ গায় মধুস্বরে ;
নৃত্য করে চারিদিকে অপ্সরা সকল;
পবিত্র নির্ম্মল বায়ু বহে অবিরল ;
প্রভাকর হৈল দিব্য প্রভায় শোভন,
প্রশান্ত বিমল দীপ্তি পাইল দহন ॥
শ্রীযাদব পূর্ণচন্দ্র কড়ি ও পার্ব্বতী।
এ সকলে সুখে রাখ দেবী হৈমবতী ॥
ইতি শুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২। ১৪১৬ !

দেবীর সমরে হত হ'লে দৈত্যরাজ,
ইন্দ্র বহ্নি আদি সব সুরের সমাজ—
ইষ্টলাভে বিকসিত-বদন সুস্বরে,
দেবীরে করেন স্তব কৃতাঞ্জলিকরে।
প্রসীদ শরণাগত-দুঃখ-নিবারিণি
সমস্ত জগৎ প্রতি, প্রসীদ জননি !
প্রসীদ বিশ্বের কর্ত্রি ! বিশ্বরক্ষাকরি !
তুমি দেবী চরাচর সকল ঈশ্বরী।
জগত আধারভূতা তুমি একাকিনী,
যেহেতু তুমিই দেবি ! মহীস্বরূপিণী,

তুমিই সলিলরূপে ব্যাপিছ সংসার,
তব সম দুবিলঙ্ঘ্য বীর্য্য আছে কার ?
অনন্তমহিমা তুমি বৈষ্ণবী শকতি,
পরা মায়া, বিশ্ববীজ, তুমি ভগবতি!
তোমারি মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন,
তোমারি প্রসাদে মুক্তি পায় জীবগণ।
জগতে যতেক বিদ্যা আর নারীজাতি,
সকলি তোমার মূর্ত্তি মনোহরভাতি।
অদ্বিতীয়া তুমি মাতা ব্যাপিছ সংসার,
স্তব্যশ্রেষ্ঠা তুমি, তব স্তুতি কিবা আর।
সকল প্রপঞ্চ মধ্যে তোমার বসতি,
জীবগণে স্বর্গমুক্তি তুমি দেও সতি!
করিব তোমার স্তব কি কথা বলিয়া,
জগৎজননি! তাহা না পাই ভাবিয়া।
বুদ্ধিরূপে হৃদিস্থিতা তুমি সর্ব্বভূতে,
স্বর্গমোক্ষদাত্রি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে
কলাকাষ্ঠা আদি কালে কর পরিণতি,
বিনাশিতে পার বিশ্বে, নমঃ ভগবতি!
সকলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধনি!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নমঃ নারায়ণি!
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের হেতু, সনাতনি!
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে, নমঃ নারায়ণি!

দীনার্ত্ত শরণাগত জনের পালনী,
সকলের দুঃখহরা, নমঃ নারায়ণি!
হংসরথে, কমণ্ডলুজলবিপেক্ষণী
ব্রহ্মাণী-আকৃতি ধরা, নমঃ নারায়ণি।
চন্দ্রাহি ত্রিশূল ধরা বৃষভবাহনী,
মাহেশ্বরীরূপা তুমি, নমঃ নারায়ণি!
ময়ূরকুক্কুটবৃতা শক্তিসুশোভনী
অনঘা কৌমারীরূপা, নমঃ নারায়ণি!
শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ আয়ুধধারিণী,
নমঃ নারায়ণি! দেবী বৈষ্ণবীরূপিণী।
ধৃতচক্রা মহাদংষ্ট্র-উদ্ধৃত-অবনি
বরাহরূপিণী শিবা, নমঃ নারায়ণি!
উদগ্র নৃসিংহরূপে দৈত্যবধোদ্যতা,
নমঃ নারায়ণি! দেবী বিশ্বরক্ষারতা।
সহস্রনয়না ধৃত-কিরীট-অশনি
বৃত্রপ্রাণহরা ঐন্দ্রী, নমঃ নারায়ণি!
শিবদূতীরূপে হত-দিতিজ-নিকরা,
নমঃ নারায়ণি! রূপ-রব-ভয়ঙ্করা।
চামুণ্ডা করাল-দংষ্ট্রা মুণ্ডবিমথনী,
শিরোমালাবিভূষণা, নমঃ নারায়ণি!
লজ্জা, শ্রদ্ধা, স্বধা, পুষ্টি, তুমি মহাবিদ্যা,
নমঃ নারায়ণি! লক্ষ্মী, তুমিই অবিদ্যা।*

মহারাত্রি, বরা, মেধা, নিত্যা, সরস্বতী,
তামসী, বাভ্রবী, ভূতি, নমঃ ভগবতি!
সর্ব্বরূপে সর্ব্বেশ্বরি সর্ব্বশক্তিযুতে!
ভয়ত্রাণ কর দুর্গে, দেবি! নমোঽস্তুতে।
এই তব মনোহর সুন্দর বদন,
শোভিতেছে যাহে দীপ্ত তিন বিলোচন,
সর্ব্বভূত হ'তে সদা আমা সবাকার
পালন করুক, কাত্যায়নি! নমস্কার।
তোমার ত্রিশূল উগ্র কিরণকরাল,
অসুরগণের পক্ষে কালান্তক কাল;
করুক মোদের নিত্য ভয়ের ভঞ্জন,
দেবি ভদ্রকালি! নতি করি অগণন।
যেই ঘণ্টা তব দেবি! দৈত্যতেজঃ নাশে,
নিস্বনে করিয়া পূর্ণ বিশ্বে অনায়াসে;
আমা সবাকারে চিন্তি সুতের সমান,
পালন করুক সেই ঘণ্টা ঘোরধ্বান।
অসুর-শোণিত-বসা লিপ্ত কলেবর,
চণ্ডিকে! তোমার যাহা করশোভাকর;—
সেই খড়্গ আমাদের মঙ্গল-সাধন
করুক, আমরা করি তোমারে বন্দন।
তুষ্টা হ'য়ে দেবি! তুমি অশেষ রোগের
কর নাশ রুষ্টা হ'য়ে সকল শুভের;

লইলে আশ্রয় তব, নাহি কোন ভয়,
ত্বদাশ্রিত জন হয় অন্যের আশ্রয়।
বহুরূপে আত্মমূর্ত্তি বহুলপ্রকার।
করিয়া, ধর্ম্মের দ্বেষী দৈত্য সবাকার—
করিলে যে, আজি এই নাশ কাত্যায়নি!
কে পারে অপরে ইহা করিতে জননি?
সংসার মমতা গর্ত্ত ঘোর অন্ধকার,
ইথে তুমি ঘুরাইছ বিশ্ব অনিবার;
ইন্দ্রজাল শাস্ত্র দেবি! তোমার মহিমা,
জ্ঞানদীপ বেদবাক্যে নাহি তব সীমা।

যে স্থানে রাক্ষস আর নাগ বিষধর,
যে স্থানে অরাতি আর দস্যু ভয়ঙ্কর;
যে স্থানে দাবাগ্নি আর সাগর ভীষণ,
সেই স্থানে থাকি, বিশ্বে করিছ পালন।
পালন করিছ বিশ্বে তুমি বিশ্বেশ্বরী,
বিশ্বময়ী তুমি বিশ্বে রহিয়াছ ধরি;
বিশ্বেশ ব্রহ্মাদি বন্দে তবে পদদ্বয়,
তব ভক্তগণে হয় বিশ্বের আশ্রয়।
দৈত্য বধি আজিকার মত সুরেশ্বরি!
সদা শত্রুভয় নাশো, প্রসীদ শঙ্করি!
শান্তি কর জগতের উদ্বেগকারণ,
আর উল্কাপাত আদি উপসর্গগণ।

প্রসীদ প্রণত জনে, বিশ্বার্ত্তিহারিণি !
ত্রিলোকবন্দিতে ! হও বরপ্রদায়িনী।
এই দেবস্তবে তুষ্টা হইয়া ভবানী,
দেবগণে সম্বোধিয়া কহিলেন বাণী।
বর লও সুরগণ যাহা মনে লয়,
দিব তাহা, যাহে বিশ্ব উপকার হয়।
দেবীর প্রসাদবাক্যে যতেক অমরে,
তুষ্ট হ'য়ে কহিলেন কৃতাঞ্জলিকরে।
শুনহ অখিলেশ্বরি ! এইরূপে সদা,
জগতের সব বাধা ভাঙ্গিবে অন্নদা ;
এইরূপে আমাদের বৈরিবিনাশন
করিবে জননি ! যাহে রহে ত্রিভুবন।
কহিলেন দেবী—বৈবস্বত মন্বন্তরে
অষ্টাবিংশ যুগে, পুনঃ পৃথিবীভিতরে—
জন্মিবে অপর শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর,
করিবে জগতে পুনঃ অনিষ্ট প্রচুর।
নন্দগোপগৃহে জন্মি যশোদা-জঠরে,
বিনাশিব দোঁহে আমি বিন্ধ্যাদ্রি উপরে।
বিপ্রচিত্তিবংশভব দানবনিকর,
অতি রৌদ্ররূপ সবে হ'বে ঘোরতর ;
পুনঃ অবতরি আমি অবনিমণ্ডলে,
বিনষ্ট করিব সেই বৈপ্রচিত্ত দলে।

বৈপ্রচিত্তগণে যবে করিব ভক্ষণ,
রক্তবর্ণ হ'বে দন্ত আমার তখন—
দাড়িম্বীকুসুমতুল্য ; সবে একারণে
কহিবে আমারে 'রক্তদন্তিকা' ভুবনে।
পুনর্ব্বার শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হ'বে,
মুনিরা সাধিবে মোরে বহুবিধ স্তবে ;
অযোনিসম্ভবা হ'য়ে জন্মিব তখন,
শত নেত্রে মুনিগণে করিব বীক্ষণ ;
এই হেতু মম নাম ঘুষিবে সকলে,
'শতাক্ষী' বলিয়া এই ভুবনমণ্ডলে।
অতঃপর যতকাল বৃষ্টি নাহি হয়,
জন্মাইব নিজদেহে শাক সমুদয় ;
সেই শাকে সর্ব্বলোকে করিব পালন,
'শাকম্ভরী' নাম মম হইবে তখন।
দুর্গম নামেতে দৈত্য হ'বে দুরাচার,
সেইকালে তারে আমি করিব সংহার ;
সেই হেতু সকলেতে ডাকিবে আমায়,
'দুর্গাদেবী নাম ধরি নিখিলধরায়।
অনন্তর যবে আমি ভীমরূপ ধরি,
মুনিজন রক্ষাহেতু হিমাদ্রি-উপরি—
করিব রাক্ষস-কুল-ক্ষয় মহারোষে,
ভক্তিনম্র মুনিগণ তখন সন্তোষে—

করিবেন স্তব মোরে মিলিয়া সকলে,
'ভীমাদেবী' নাম মোর হইবে ভূতলে।
অরুণ নামেতে দৈত্য আবার যখন,
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালের করিবে পীড়ন;
অসংখ্য ভ্রমররূপ তখন ধরিব,
ত্রিলোকের হিতহেতু অসুরে বধিব;
এই কার্য্য সমাধান করিলে আমারে,
ভ্রমরী বলিয়া সবে ডাকিবে সংসারে।
এইরূপে যবে যবে দানবের ভয়
জন্মিবে জগতীতলে, শুন সুরচয়!—
তবে তবে ধরাধামে আমি অবতরি,
বিনাশিব একবারে ভুবনের অরি॥
শ্রীশ্রীপতি যদুপতি আর ব্রজপতি,
স-পরেশ রক্ষ শুম্ভ-ঘাতিনি পার্ব্বতি!!
ইতি দেব্যাঃ স্তুতিঃ॥ ১৫৪। ১৭৫০॥

পুনঃ কহিলেন দেবী, শুন সুরগণ।
যে আমারে এইস্তবে করিবে স্তবন;
সমুদয় পীড়া তার সমুদয় ভয়,
নাশিব আমি তাহে নাহিক সংশয়।
মধুকৈটভের নাশ, মহিষমর্দ্দন,
যে পড়িবে আর শুম্ভনিশুম্ভনিধন;

অষ্টমী নবমী আর তিথি চতুর্দ্দশী,
ইহাতে মানব যেই ভক্তিভাবে বসি—
শুনিবে আমার এই মাহাত্ম্যকীর্ত্তন,
হইবে না কভু তার দুরিত ঘটন ;
দুরিত-জনিত কোন হ'বে না আপদ্,
হবে না দারিদ্র্য কভু বাড়িবে সম্পদ্।
ইষ্টজন-বিয়োজন হইবে না তার,
ঘটিবে না ভয় শত্রু দস্যু বা রাজার।
শস্ত্র অগ্নি আর জল-রাশি হ'তে ভয়,
দূরে যাবে সে জনের নাহিক সংশয়।
অতএব লোকে এই আমার চরিত,
পাঠ করিবেক সদা হয়ে সমাহিত।
ভক্তি যুক্ত মনে ইহা করিবে শ্রবণ,
জানিবে ইহারে সদা শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন।
যতরূপ উপসর্গ আছে ভূমণ্ডলে,
দিব্য ভৌম অন্তরীক্ষ উৎপাত সকলে,
মহামারী—যাহে প্রাণী নাশে অনিবার,
এ সকলে শান্তি করে মাহাত্ম্য আমার।
সেই গৃহে ইহা পাঠ হয় যথাবিধি,
নাহি ছাড়ি তাহে মোর সর্ব্বদা সন্নিধি।
মহোৎসব পূজা হোম আর বলিদানে,
পড়িবে, শুনিবে এই চরিত আখ্যানে।

জানুক অথবা নাই জানুক নিয়ম,
করিলে চরিত পাঠ নাহি লই ভ্রম।
যেরূপে করুক পূজা হোম বলিদান
লই আমি প্রীতিমনে ভাবিয়া সমান।
শরতে যে পূজা মোর বর্ষে বর্ষে হয়,
তাহাতে পড়িবে এই কীর্ত্তি সমুদয়।
ভক্তিযুক্ত নর তাহা করিলে শ্রবণ,
আমার প্রসাদে তার বাড়িবেক ধন ;
ধান্যবৃদ্ধি সুতবৃদ্ধি হইবে প্রচুর,
সকল প্রকার বাধা হইবেক দূর।
আমার মাহাত্ম্য আর উৎপত্তি প্রকার,
রণস্থলে সেই সেই বিক্রম বিস্তার,
এ সব শুনিলে নর হয় গত-ভয়,
আর রিপু সব তার ক্ষণে পায় ক্ষয় ;
মঙ্গল বহুল হয় কুলের আহ্লাদ,
কাহারো কখন নাহি হয় অবসাদ।
শান্তি কর্ম্ম গ্রহপীড়া দুঃস্বপ্ন দর্শন,
এ সকলে মচ্চরিত করিবে শ্রবণ।
নিদারুণ গ্রহপীড়া উদ্বেগ প্রচুর,
মাহাত্ম্য শ্রবণে হয় সমুদয় দূর।
নিদ্রাযোগে যদি হয় দুঃস্বপ্ন দর্শন,
সুস্বপ্ন হইয়া তাহা ফলে অনুক্ষণ।

বালগণ বালগ্রহে হ'লে অভিভূত,
মাহাত্ম্য শ্রবণ তাহা শান্তিকরে ক্রুত ;
যদ্ধ করে বন্ধুজনে প্রণয়ের পাশে,
দুর্ব্বৃত্ত জনের বল নাশে অনায়াসে।
রাক্ষসপিশাচ ভূত ইহাদের ভয়,
মাহাত্ম্য পঠনমাত্র দূরগত হয়।
এই মাহাত্ম্যের পাঠ যেই খানে হয়,
আমার সন্নিধি সদা সেইখানে রয়।
সমীচীন পশু, বলি কুসুম, চন্দন,
অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, আর ব্রাহ্মণভোজন—
স্নানীয় সামগ্রী, হোম, পূজার প্রসার,
আর আর ভোগ্যবস্তু বিবিধ প্রকার—
রাত্রিদিন এ সকল দিয়া সংবৎসর,
যদি পূজা করে মোর করি আড়ম্বর—
তাহে যেই প্রীতি লাভ হয় মোর মনে,
সেই প্রীতি একবার চরিতশ্রবণে।
আমার উৎপত্তি পাঠ করিলে শ্রবণ,
সকল পাতক হ'তে হয় বিমোচন ;
অশেষ আরোগ্যলাভ অনায়াসে হয়,
কোন ভূত সন্নিকটে নাহি থাকে ভয়।
সমরচরিত মোর দৈত্যবিনাশন,
শুনিলে বৈরীর ভয় নহে কদাচন।

যেই স্তব করিয়াছ তোমরা সকলে,
সেই স্তব করিয়াছে ব্রহ্মর্ষির দলে ;
ব্রহ্মার পঠিত স্তব আছে যে সকল,
শুনিলে সে সব, হয় মতি সুবিমল।
যদি নর পড়ে কোন কানন ভিতরে,
দাবানল মধ্যে কিবা ভীষণ প্রান্তরে ;
দস্যু কিংবা শত্রুগণে যদি ধৃত হয়,
সিংহ ব্যাঘ্র বনহস্তী যদি পাছু লয় ;
বধদণ্ড পায় যদি পড়ি রাজরোষে,
বন্ধনে পড়িয়া থাকে যদি কোন দোষে ;
ভীষণ সাগর মাঝে ঘোর ঝটিকায়,
পোতের সহিত যদি ঘুরিয়া বেড়ায় ;
ঘোরতর রণস্থলে পড়ি নিরন্তর,
শস্ত্রাঘাতে যদি দেহ হয় জরজর ;
যদি ঘোর নানা বাধা ঘটে আচম্বিত,
বিবিধ বেদনা যদি হয় উপস্থিত ;
সেই কালে যদি এই মহাত্ম্যেরে স্মরে,
সকল সঙ্কট হতে অনায়াসে তরে।
আমার প্রভাবে সিংহ আদি পশুগণ,
ঘোরতর দস্যু আর অরাতি দুর্জ্জন ;
দূরে পলায়ন করে না আ'সে নিকটে
রাখিলে মহাত্ম্য মোর সদা চিত্তপটে॥

এই কথা বলি চণ্ডী নগেন্দ্রদুহিতা,
দেবগণনেত্র হ'তে হৈলা অন্তর্হিতা ।
নিরাতঙ্ক হ'য়ে পুনঃ দেবতার গণ,
নিজ নিজ অধিকার করিলা গ্রহণ ।
তাঁহাদের সর্ব্বশত্রু হইল নিহত,
যজ্ঞভাগ পাইলেন তাঁরা পূর্ব্বমত ॥
মহাবীর্য্য জগতের বিধ্বংসনকারী
অতুলবিক্রম উগ্রপ্রতাপ সুরারি—
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য দেবীর সমরে
হইলে নিহত ; সবে কম্পমান ভরে—
অবশিষ্ট দৈত্যগণ ছাড়িয়া ভুবন,
পাতালবিবরে গিয়া লইল শরণ ॥
এইরূপে উপাখ্যান করি সমাপন,
করিলেন ঋষি পুনঃ শুনহ রাজন্ !
নিত্যা হইয়াও সে দেবী ভগবতী,
পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করেন পার্ব্বতী ।
এইরূপে জগতের করেন পালন,
তাঁহা বিনা পারে ইহা আর কোন্ জন ?
তাঁহারি মায়ায় মুগ্ধ জগতের জন ;
তাঁহারি হইতে সৃষ্ট এই ত্রিভুবন ।
যাচিত হইয়া জ্ঞান বিতরেণ তিনি,
সন্তুষ্টা হইলে হ'ন ঋদ্ধিপ্রদায়িনী ।

মহাকালীরূপে মহা-কাল-প্রণয়িনী,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি রয়েছেন তিনি।
সময়ে তিনিই বিশ্ব করেন বিনাশ,
তাঁহারি হইতে হয় সৃষ্টির প্রকাশ।
উৎপত্তিরহিতা সেই দেবী সনাতনী,
স্থিতিকালে সর্ব্বভূতে পালেন জননী।
মানুষের বৃদ্ধিকাল হ'লে উপস্থিত,
লক্ষ্মীরূপে তিনি বৃদ্ধি করেন নিশ্চিত;
আবার যখন হয় হানির সময়,
নাশেন অলক্ষ্মী হ'য়ে তিনি সমুদয়।
স্তব আর সম্পূজন করিলে তাঁহারে,
কুসুম চন্দন আদি নানা উপচারে;
প্রদান করেন সেই দেবী ভগবতী,
ধন পুত্র আর ধর্ম্মে সুবিমল মতি॥
স্নেহ কৃপাপাত্র জন আছে যে যেখানে,
সকলের ভগবতি! রাখিবে কল্যাণে॥

ইতি শুম্ভনিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ॥ ১৩০। ১৭৮০॥

পুনঃ কহিলেন ঋষি শুনিসে রাজন।
দেবীর মাহাত্ম্য এই পবিত্র কীর্ত্তন।
সেই দেবী এইরূপ প্রভাবশালিনী,
জগৎপালন সদা করিছেন যিনি।
মোক্ষের সাধন জ্ঞান তাঁহা হ'তে হয়,
ভগবদ্-বিষ্ণুমায়া তাঁরে সবে কয়।
তুমি আর এই বৈশ্য আর অন্য জন,
বিবেকের অভিমানে মগ্ন যার মন;
তাঁহারি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে,
ভ্রমিতেছ অবিরত এই ধরাতলে।
অপর বিবেকহীন জন আছে যারা,
সংস্কার বন্ধনে বদ্ধ হইবেক তারা।
অতএব মহারাজ! অবহিত মনে,
চরণ শরণ তাঁর লহ এইক্ষণে।
তিনিই করেন দান, করিলে অর্চ্চনা,
ভোগ স্বর্গ অপবর্গ—যার যে কামনা॥
এই মুনি বাক্য শুনি সুরথ ভূপতি,
করিলেন মহাভাগ মুনিরে প্রণতি;
মমতার বশে, আর রাজ্যের বিনাশে,
নির্ব্বিণ্নহৃদয় রাজা কোটি মায়াপাশে;—
তখনি তপস্যা লাগি করিলা গমন,
বৈশ্যও করিয়া সেইরূপ আচরণ;

নদীর পুলিনে গিয়া আরম্ভিলা তপ,
দেবীর পরম মন্ত্র হৃদে করি জপ।
উভয়েই নদীতীরে হ'য়ে অবস্থিত,
মহীময়ী দেবীমূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মিত;
পুষ্পধূপ হোম আর তর্পণ প্রকারে,
করিলা দেবীর পূজা নানা উপচারে।
কভু নিরাহার, কভু পরিমিতাহার,
এক মনে, ছাড়ি অন্য সমস্ত ব্যাপার;—
দেন দোঁহে চণ্ডিকায় হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
নিজ-গাত্র-রক্তসিক্ত নানাবিধ বলি।
এই রূপে বর্ষত্রয় গত হৈলে পরে,
প্রত্যক্ষ হইয়া চণ্ডী কহিলা আদরে॥
শুন মহারাজ! শুন বৈশ্যের নন্দন!
কি লাগিয়া কর তপঃ? কহ বিবরণ।
পরিতুষ্টা হইয়াছি তোমাদের প্রতি,
মনোমত বর মাগি লহ শীঘ্রগতি।
মাগিলেন বর রাজা হ'য়ে গত-ভয়,
অন্য জন্মে রাজ্যভ্রংশ নাহি যেন হয়;
আর এই জন্মে যেই রাজ্য, শত্রুদলে
হরিয়াছে, তাহা যেন পুনঃ পাই বলে।
নির্ব্বিণ্নহৃদয় বৈশ্য মহাপ্রজ্ঞাবান্,
মোক্ষের সাধন ধীর মাগিলেন জ্ঞান;

যাহে মুক্ত হয় মনে মমতার পাশ,
অহঙ্কার আসক্তির যে করে বিনাশ।
কহিলেন দেবী—নৃপ! অতি অল্পদিনে।
আপনার রাজ্য তব আসিবে অধীনে;
বিনাশিবে রিপুদলে লভিবে বিজয়,
অস্খলিত হ'বে রাজ্য নাহিক সংশয়।
এই দেহ অবসানে, নূতন প্রকার,
সূর্য্য হ'তে জন্মলাভ করিবে আবার;
সার্বর্ণিক নামে মনু হইবে ভুবনে,
ঘুষিবে তোমার যশঃ জগতের জনে।
তুমি অহে বৈশ্যবর! চাহিলে যে বর,
দিব তাহা, আমি তুষ্টা তোমার উপর;
জ্ঞানের উদয় তব হইবে অন্তরে,
যার বলে পার পাবে সংসারসাগরে॥

এইরূপে দুইজনে মনোমত বর
দিয়া, লৈয়া উভয়ের স্তব বহুতর;
অন্তর্হিতা হইলেন জগত্ জননী,
যাঁহার প্রভাব বলে রক্ষিতা অবনি।
দেবী সন্নিধানে বর লভি মহামতি,
ক্ষত্রিয়কুলের শ্রেষ্ঠ সুরথ ভূপতি;—

ভগবান্ সূর্য্য হ'তে লাভ করি জন্ম,
বিখ্যাত সাবর্ণি নামে হইবেন মনু ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥ ৬৩ । ১৮৪৬ ॥

হুগলীর সন্নিহিত ইলছোবা গ্রাম,
তাহে নিবসতি বিপ্র রামপতি নাম,
বিপ্রকুল-চূড়ামণি-হলধরাত্মজ,
অপ্সরা—অপ্সরঃসমা—দেবীর গর্ভজ;
মার্কেণ্ডেয় পুরাণের মধ্যে অবস্থিত,
দেবীর মাহাত্ম্য—চণ্ডী নামে সুবিদিত;
পদ্যে অনুবাদ তার রচিল সাদরে,
অগ্নি অঙ্ক অব্ধি অব্জ শক সংবৎসরে ॥

সমাপ্ত